পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 354 Sunday, 29 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৫৪ সংখ্যা ✱ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, রবিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা



মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে ভোট দেবেন শতাব্দী! জানালেন মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা ছড়াল এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী রায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একান্ত সাক্ষাৎ ঘিরে। শনিবার দুপুরে পিডব্লুডি টেন্টে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বীরভূমের সাংসদ। আর সেই বৈঠকের পরেই শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বড় দাবি করলেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, আসন্ন সংসদীয় অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষেই ভোট দেবেন শতাব্দী। ফলে আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল ঘিরে যখন জাতীয় রাজনীতিতে টানাপড়েন তুঙ্গে, তখন এই সাক্ষা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শনিবার আলিপুরের ধনধান্য স্টেডিয়ামের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শতাব্দীর সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নিজের লোকসভা কেন্দ্রের একটি কাজ নিয়ে কথা বলার জন্যই তাঁর কাছে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন সাংসদ। সেই মতো তাঁকে সময় দেওয়া হয়েছিল। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে শতাব্দীর অবস্থানও জানতে চান তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ওঁর লোকসভা এলাকায় একটি কাজ রয়েছে। সেটা নিয়ে কথা বলবে বলেছিলেন। অ্যাপয়নমেন্ট চেয়েছিলেন আমার থেকে। আমি দিয়েছিলাম। এসেছিলেন। কথা বললাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কাকে ভোট দেবেন? বললেন, আমরা মহিলা সংরক্ষণ বিলের পাশে রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা। বিশেষ করে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া সাংসদদের সংসদীয় অবস্থান নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, তখন শতাব্দীর এই অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তার আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা এনসিপিআই সাংসদদের। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর। ফলে শনিবার শতাব্দী ও শুভেন্দুর একান্ত সাক্ষাৎকে নিছক লোকসভা কেন্দ্রের কাজ সংক্রান্ত আলোচনা হিসেবে দেখছে না রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আসন্ন সংসদীয় অধিবেশনে কোন বিষয়ে কী অবস্থান নেওয়া হবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকতে পারে বলে জল্পনা।

সাংসদদের ভয় দেখানো হচ্ছে', বিস্ফোরক মমতা!



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশন ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে যখন জাতীয় রাজনীতিতে তুমুল তৎপরতা, ঠিক তখনই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। শনিবার নিজেই সে কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, তাঁর দলের সাংসদদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিশেষ অধিবেশনের আগে মমতার এই দিল্লি সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শনিবার বিকেলে কালীঘাটের বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, আমি দিল্লি যাচ্ছি। সিনিয়র লিডাররা বারবার ফোন করছেন। ওঁরা চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি বলেছি, সেসব লাগবে না। আমি যাব। গিয়ে খতিয়ে দেখব কী হয়েছে। তারপর যা ব্যবস্থা করার করব। তাঁর দাবি, তৃণমূল সাংসদদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। সেই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

মহিলা সংরক্ষণ কার্যকরে বড় অঙ্ক

নারীশক্তিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবই' হুঁশিয়ারি মোদির!

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাস বিল ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ বাড়ছে উত্তাপ। একদিকে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'র অন্দরে মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক টানাপড়েন, অন্যদিকে কেন্দ্রের বিলকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসছে একাধিক আঞ্চলিক দল। এই পরিস্থিতিতে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন এবং সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার প্রশ্নে আরও একবার সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক ভিডিও বার্তায় বিরোধীদের কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, দেশের নারীশক্তিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবই। মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার পথে যত বাধাই আসুক, তা সরিয়ে দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে কি প্রয়োজনীয় সাংসদ সংখ্যা জোগাড় করে ফেলেছে এনডিএ? প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন, বহু দশক ধরেই দেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর লড়াই চলছে। এই লড়াইয়ের সঙ্গে তিনি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। মোদির কথায়, দেশের নারীশক্তিকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে আমরা বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, দেশের মহিলাদের আশীর্বাদ



সরকারের সঙ্গে রয়েছে। নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম কার্যকর করার পথে যে সমস্ত বাধা রয়েছে, সেগুলি দূর করতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। মহিলা সংরক্ষণের বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুন, এই উদ্যোগ আটকাতে পারবেন না বলেও কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিকভাবে এই বার্তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, দিল্লিতে যখন বিরোধী জোটের নেতারা মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিলের বিরোধিতার কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন, ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে নিজের সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন। বিরোধীদের একাংশের আশঙ্কা, আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণকে যুক্ত করে কেন্দ্র রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে। অন্যদিকে বিজেপির বক্তব্য, মহিলাদের দীর্ঘদিনের অধিকার নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। ফলে দুই বিলকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে সংসদে বিল পাশের অঙ্ক নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। মহিলা সংরক্ষণ আইন নিয়ে নীতিগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আপত্তি তুলনামূলকভাবে কম হলেও, আসন পুনর্বিন্যাস বিলই এখন মূল বাধা। কারণ, এই বিল পাশ করাতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। ফলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট নয়, লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। হিসাব অনুযায়ী, ৫৪০ সদস্যের লোকসভায় এই সমর্থনের জন্য ৩৬০ জন সাংসদের ভোট দরকার। অন্যদিকে, বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে এনডিএর সাংসদ সংখ্যা প্রায় ৩২০ বলে দাবি করা হচ্ছে। অর্থা বিল পাশ করাতে আরও অন্তত ৪০ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। এই ঘাটতি পূরণ করতেই আঞ্চলিক দলগুলির দিকে নজর রয়েছে বিজেপির। শরদ পওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি শিবিরের আটজন সাংসদের সমর্থন মিললে সরকারের পক্ষে সমীকরণ কিছুটা সহজ হতে পারে।

● এরপর ৬ পাতায়...

আসন পুনর্বিন্যাস বিল, রাষ্ট্রপতির সবুজ সংকেত

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশের পথে আরও এক ধাপ এগোল নরেন্দ্র মোদি সরকার। সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরুর আগেই এই বিল বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সুপারিশ মিলেছে। শনিবার লোকসভার সচিবালয়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ফলে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত নতুন বিল সংসদে পেশ করার প্রক্রিয়া কার্যত শুরু হয়ে গেল। অন্যদিকে, বিল পাশ করাতে প্রয়োজনীয় সাংসদ সংখ্যা জোগাড়ের অঙ্কও কষছে কেন্দ্র। বিরোধীদের আপত্তি এবং রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই বিশেষ অধিবেশনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। লোকসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবিধানের ১১৭(৩) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির এই সুপারিশ চাওয়া হয়েছিল। গত ২৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে চিঠি লিখে রাষ্ট্রপতির সুপারিশের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। কারণ, এই ধরনের বিল কার্যকর হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

● এরপর ৬ পাতায়...

'ইন্ডিয়া' ভেঙে মোদির শক্তিবৃদ্ধির অঙ্ক!

আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিলে সাংসদকে হুইপ অভিষেকের



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশন ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। আগামী সপ্তাহে আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এই দুই বিলকে ঘিরেই এখন নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে তপর শাসক ও বিরোধী, দু'পক্ষই। একদিকে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'র অন্দরে ভাঙনের জল্পনা, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের সাংসদ সংখ্যা নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে দলের সমস্ত সাংসদকে লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে তিন লাইনের হুইপ জারি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তা ঘিরেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশনে তৃণমূলের সমস্ত সাংসদকে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে জারি করা এই হুইপে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত দিনগুলিতে কোনও সাংসদের অনুপস্থিতি বরদাস্ত করা হবে না। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দলের অবস্থান অনুযায়ী সংসদে উপস্থিত থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে সাংসদদের। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রের সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা মাথায় রেখেই এই কড়া অবস্থান নিয়েছে তৃণমূল। তবে এই হুইপ জারির পিছনে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণ। তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হওয়ার পর লোকসভায় দলের সাংসদ সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। একদিকে

● এরপর ৬ পাতায়...

দু'বার অপসারণের দাবি বিরোধীদের

এবার ডিলিমিটেশনের ক্ষমতাও জ্ঞানেশের হাতে!

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। ভোটে কারচুপি করে শাসকদলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে বারবার সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। এমনকী তাঁকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে দু'বার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার উদ্যোগও নিয়েছে বিরোধীরা। এবার সেই জ্ঞানেশ কুমারের হাতেই দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চলে আসতে পারে। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাস আইন কার্যকর হলে গোটা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই সিদ্ধান্তে কি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে বিজেপি? কেন্দ্রের প্রস্তাবিত আসন পুনর্বিন্যাস বিল অনুযায়ী, আইনটি পাশ হলে লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা নতুন করে নির্ধারণের জন্য গঠন করা হবে একটি ডিলিমিটেশন কমিশন। কোন বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় কোন কোন এলাকা থাকবে, কোন কোন বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে তৈরি হবে একটি লোকসভা কেন্দ্র, কিংবা কোন আসন মহিলা এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হবে, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে এই কমিশন। অর্থাৎ দেশের নির্বাচনী মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা থাকবে এই সংস্থার হাতে। কিন্তু এই কমিশনের গঠন নিয়েই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কেন্দ্রের তৈরি বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে, ডিলিমিটেশন কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন সুপ্রিম কোর্টের কোনও কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। পাশাপাশি পদাধিকার বলে কমিশনের সদস্য হবেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অথবা তাঁর মনোনীত কোনও নির্বাচন কমিশনার। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নির্বাচন কমিশনাররাও এই কমিটির সদস্য থাকবেন। ফলে আইনটি কার্যকর হলে স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবেন জ্ঞানেশ কুমার। এখানেই বিরোধীদের আপত্তি। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েই যখন প্রশ্ন রয়েছে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ আধিকারিককে দেশের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির সীমানা নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা কতটা যুক্তিসংগত? বিরোধীদের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিকবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। এবার তাঁর হাতেই যদি ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ডিলিমিটেশন কমিশনকে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই সময়সীমার দিকে তাকিয়েই বিরোধীদের উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে জ্ঞানেশ কুমারের মেয়াদ রয়েছে ২০২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। অর্থা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়জুড়ে তাঁর পদে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি নিজে অথবা তাঁর মনোনীত কোনও নির্বাচন কমিশনার এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। বিরোধীদের আশঙ্কা, আসন পুনর্বিন্যাসের নামে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা হতে পারে, যাতে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল বাড়তি সুবিধা পায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ধরনের কৌশলকে বলা হয় জেরিম্যান্ডারিং'। অর্থা নির্বাচনী এলাকার সীমানা এমনভাবে পুনর্নির্ধারণ করা, যাতে ভোটের ফলাফলে একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর সুবিধা হয়।

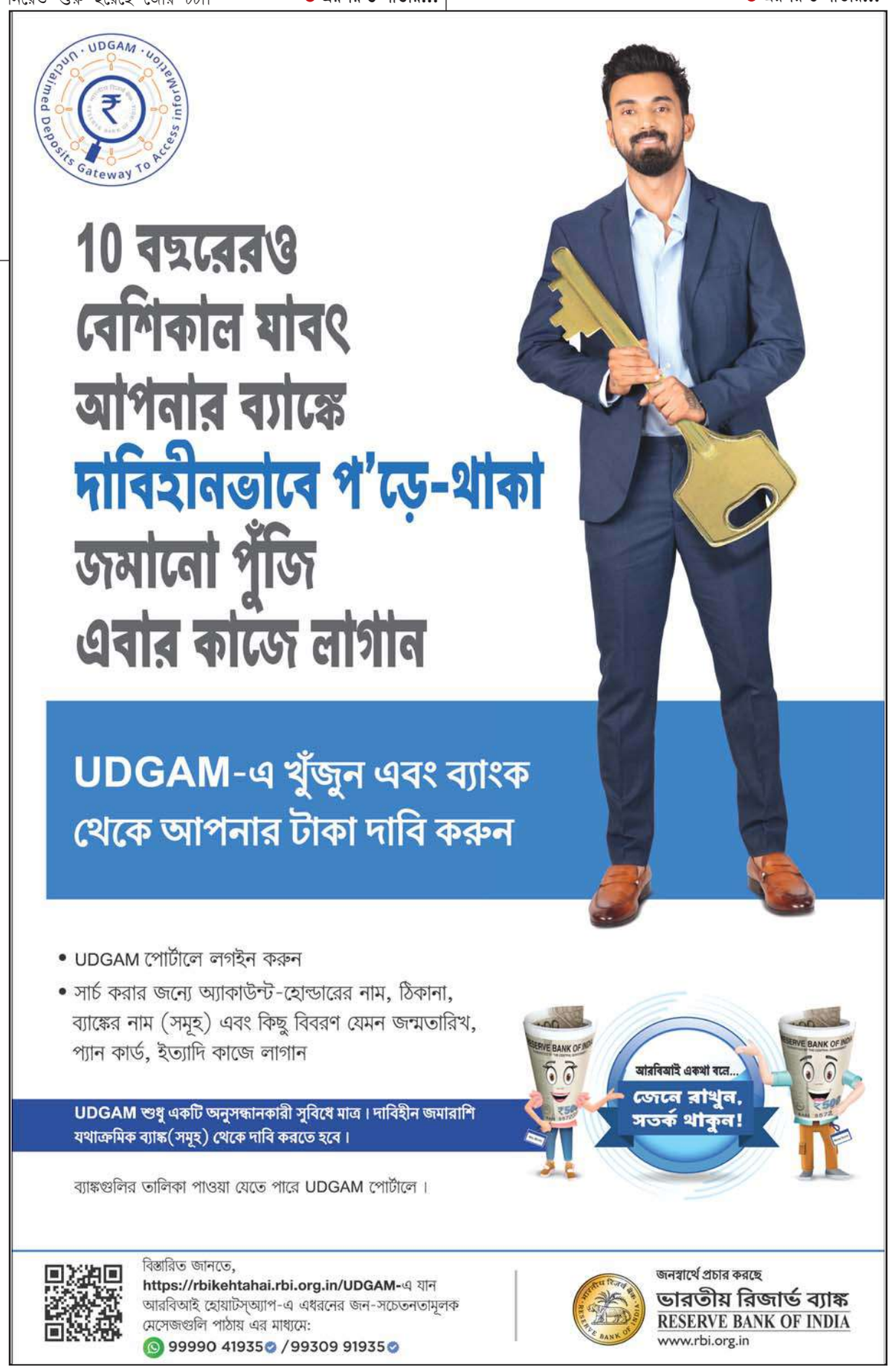

এসআরএফটিআই-এ ফের উত্তেজনা, বিক্ষোভস্থল ভাঙার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে



কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ কলকাতার সত্যজি রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ ফের উত্তেজনা। গত ৬২ দিন ধরে ক্যাম্পাসের ভেতরে ধর্নায় বসা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শনিবার সকালে পুলিশ হঠা ক্যাম্পাসে ঢুকে তাদের বিক্ষোভস্থল ভেঙে দিয়েছে এবং আসবাবপত্র-সহ অন্যান্য সামগ্রী পিকআপ ভ্যানে তুলে সরিয়ে নিয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রের দাবি, এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, শনিবার সকাল সাতটার দিকে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে সরাসরি ধর্নামঞ্চে পৌঁছায়। সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের সরানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয় এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় পুলিশকর্মীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামগ্রী দুটি পিকআপ ভ্যানে তোলেন। ভ্যান আটকাতে কয়েকজন শিক্ষার্থী তার সামনে শুয়ে পড়েন, যার পর পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে টেনেহিঁচড়ে সরানো হয়েছে, ধর্নামঞ্চ পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং ঘটনার ভিডিও ধারণ করার সময় কয়েকজন পড়ুয়ার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, পাল্টা পুলিশের সূত্রের দাবি, এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই ধর্নামঞ্চ সরানো হয়েছে। তবে এই পুরো ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি এবং পুলিশও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকেই এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে দফায় দফায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হামলার অভিযোগকে কেঃদ্র করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন, যার ফলে প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার পদত্যাগ, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পাঠানো নোটিস প্রত্যাহার এবং ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ সরানোর দাবিতে অনড়-এর মধ্যেই নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের ফোনে আন্দোলনরত ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিয়োগ্রাফি করে রাখছেন বলে সরব হন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ। শিক্ষার্থীদের দাবি, তাদের কাছে এর জোরালো প্রমাণ রয়েছে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের ছবি ও ভিডিও তোলার নির্দেশ কে দিয়েছিল, উপাচার্যের কাছে তারা সেই জবাব চেয়েছে।

ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনঃ যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত জনসমূহকে ভাষণ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে শনিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ড. ভূপেন হাজারিকার ১০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে। ড. ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অসমের সাদিয়ায় হয়েছিল। তাঁকে স্নেহভরে 'সুধাকণ্ঠ' এবং 'ব্রহ্মপুত্রের কবি' নামে স্মরণ করা হয়। কেবল অসম নয়, দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও তাঁর এক স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তিনি ছিলেন মহান গায়ক, সুরকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক। নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও জীবনের নানা দিককে কণ্ঠ দিয়েছিলেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ত্রিপুরাকে বিজেপি নয়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েমের পরীক্ষাগার বানিয়েছে ঃমানিক সরকার



আগরতলা, ২৮ নভেম্বর ঃ ত্রিপুরাকে নয়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েমের পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি। পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে বিজেপির সেই রাজনৈতিক অভিসন্ধির নগ্ন রূপ প্রকাশ্যে এসেছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক সরকার। তাঁর দাবি, কৈলাসহর, কুমারঘাট, পানিসাগর ও সাব্রুম বাদ দিলে আগরতলা পুর নিগম-সহ রাজ্যের অধিকাংশ পুর ও নগর সংস্থার ভোট কার্যত জবরদখল হয়ে গিয়েছে।শুক্রবার পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রাজধানীর শিশু বিহার স্কুলের ভোটকেন্দ্রে স্ত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন তিনি। সরকারি আবাস থেকে হেঁটেই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী।ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মানিক সরকার অভিযোগ করেন, শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলের প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট এবং সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেকেই হামলার শিকার হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলেও দাবি করেন তিনি। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও যাঁরা সাহস করে ভোট দিতে যাচ্ছেন, তাঁদের বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং অন্য পথ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর কথায়, যেখানে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারছেন না, বিরোধী দলের প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানে প্রকৃত অর্থে ভোট হচ্ছে বলা যায় না। এই ধরনের পরিস্থিতিকে কোনওভাবেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।এদিন আরও একধাপ এগিয়ে মানিক সরকার দাবি করেন, কৈলাসহর, কুমারঘাট, পানিসাগর ও সাব্রুম বাদে আগরতলা পুর নিগম-সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর ও নগর সংস্থার ভোট কার্যত জবরদখল হয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তা গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।বিজেপির রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়েও সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নয়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েমের যে লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি এগিয়ে চলেছে, ত্রিপুরাকে তার পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবারের পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন সেই প্রবণতারই নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়েছে। নির্বাচনী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন তিনি।বিজেপি কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানিক সরকারের অভিযোগ, প্রকৃত অর্থে মানুষকে খুশি করার মতো কোনও কাজ করতে পারেনি শাসক দল। ফলে সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়েছে বিজেপি। তাঁর দাবি, মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাস অর্জন করতে না পেরে এখন ভোটের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে শাসক দল। অন্যদিকে, মানুষের উপরও তাদের কোনও আস্থা নেই। অথচ যেকোনও উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে বিজেপি। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে এমন অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে রাজ্যের ১৬টি পুর ও নগর সংস্থায় একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষিপ্ত অপ্রীতিকর ঘটনা, হামলা ও বাধাদানের অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। এসব ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের এদিনের বক্তব্যে পুর ও নগর নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলে জানি।

ছত্তিশগড়ের উত্তরাঞ্চলে রাতে পারদ পতন, তাপমাত্রা নামলো ৯ ডিগ্রির নিচে

রায়পুর, ২৮ নভেম্বর ঃ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই ছত্তিশগড়ে শীতের দাপট বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে উত্তরের অংশগুলিতে (সরগুজা বিভাগ) রাতের তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির নিচে নেমে গেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রাতে তীব্র ঠান্ডা পড়লেও দক্ষিণাঞ্চলে দিনের বেলা হালকা গরম বজায় রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তাপমাত্রায় বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। উত্তর ছত্তিশগড়ের সরগুজা বিভাগে ঠান্ডা হাওয়ার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অম্বিকাপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের সুকমায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নথিভুক্ত হয়েছে। রাজধানী রায়পুরে আকাশ পরিষ্কার রয়েছে এবং তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন ১৫ ডিগ্রি-র কাছাকাছি রয়েছে।শনিবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের কোনও অংশেই বৃষ্টিপাত হয়নি। আবহাওয়া দফতরের মতে, আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই এবং রাজ্যে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী ৫ দিন সর্বনিম্ন

ভারতীয় মানক ব্যুরোর হলমার্কিং

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮নভেম্বরঃ সোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নির্ধারিত মানদণ্ড, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS) এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে। ২০২১ সালে বাধ্যতামূলকভাবে সোনার হলমার্কিং চালু হওয়ার পর, এবছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৫ কোটিরও বেশি সোনার সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) নম্বর দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, BIS-নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪৩,১৫৩ থেকে বেড়ে ২,৩৬,৬২৪ হয়েছে। রুপোর ক্ষেত্রে হলমার্কিং এখনও স্বেচ্ছামূলক হলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে হলমার্কযুক্ত সমস্ত রুপোর সামগ্রীতে -ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ বাধ্যতামূলক হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষেরও বেশি রুপোর সামগ্রীতে -সহ হলমার্কিং করা হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাই এবং ধারাবাহিক নজরদারি গ্রাহকদের গয়নার বিবরণ পরীক্ষা করতে সাহায্য করে এবং বাজারে আরও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়গ্রাহকের আস্থার প্রয়োজনীয়তাপ্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় পরিবারগুলিতে সোনার বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদ, অন্যদিকে তেমনই সঞ্চিত মূল্যের একটি মাধ্যম। পরিবারগুলি প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবং জরুরি প্রয়োজনে গয়না বন্ধক রেখে ঋণ পাওয়ার সুবিধার্থে সোনা কেনে। তবে সোনার গয়নার বিশুদ্ধতা সবসময় সহজে নির্ধারণ করা যায় না।সোনা অত্যন্ত নরম হওয়ায় দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। তাই গয়না তৈরির জন্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হলেও, এর ফলে, ভেজাল মেশানো এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, একাধিক সংযোগস্থলযুক্ত জটিল নকশার গয়না কিংবা সোনার প্রলেপ দেওয়া সামগ্রীতে প্রকৃত সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ম থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার দেশে সোনার পণ্যের মান নির্ধারণ এবং হলমার্কিং চালুর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।হলমার্কিং কি?হলমার্কিং ভোক্তা-সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যবান ধাতুর সামগ্রীর বিশুদ্ধতা প্রত্যয়িত হয়। এটি ভোক্তাদের সচেতনভাবে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং যে বিশুদ্ধতার সোনা তাঁরা পাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধতার জন্য মূল্য দেওয়ার ঝুঁকি কমায়।হলমার্কিং প্রকল্পঃস্বেচ্ছা ব্যবস্থা থেকে ব্যাপকতর পরিসরে ভারতের সোনার বাজারে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে স্বেচ্ছামূলক হলমার্কিং প্রকল্প চালু করা হয়। ভারতে হলমার্কিং প্রকল্প পরিচালনার একমাত্র সংস্থা হিসেবে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS)-কে চিহ্নিত করা হয়। ভোক্তাদের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব -কে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রপ্তানি-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারতকে সোনার গয়নার একটি অগ্রণী বৈশ্বিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বও সংস্থাটিকে দেওয়া হয়।রুপোর সামগ্রীর জন্য হলমার্কিং প্রকল্প ২০০৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে ভারতে হলমার্কিং প্রকল্পের আওতায় সোনা ও রুপো-উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।সোনার গয়নার ক্ষেত্রে, ২০২১-এর ২৩ জুন থেকে ২৫৬টি জেলায় হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করা হয়। অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারগুলির সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে এই আওতা বেড়ে ৩৯২টি জেলায় পৌঁছেছে। IS ১৪১৭ অনুযায়ী হলমার্কিং ব্যবস্থায় সোনার ৭টি ক্যারেটের মান (প্রতি হাজারে বিশুদ্ধতার অংশ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ৯গ (৩৭৫), ১৪গ (৫৮৫), ১৮গ (৭৫০), ২০গ (৮৩৩), ২২গ (৯১৬), ২৩গ (৯৫৮) এবং ২৪গঙ্ক (৯৯৫)।রুপোর হলমার্কিং স্বেচ্ছামূলক থাকলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে BIS প্রকল্পের আওতায় হলমার্ক করা যেকোনও রুপোর সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) কোড থাকা বাধ্যতামূলক হয়েছে। HUID প্রতিটি হলমার্কযুক্ত গয়নায় চিহ্নিত একটি ছয়-সংখ্যার অনন্য আলফানিউমেরিক কোড, যার মাধ্যমে সামগ্রীটির গতিপথ অনুসরণ করা যায়। সংশোধিত ২১১ঃ২০২৫ মান অনুযায়ী, রুপোর গয়না ও শিল্পসামগ্রীতে বিশুদ্ধতার আটটি মানে (প্রতি হাজারে) হলমার্কিং করা যায়৮০০ (৮০০.০), ৮৩৫ (৮৩৫.০), ৯০০ (৯০০.০), ৯২৫ (৯২৫.০), ৯৫৮ (৯৫৮.০), ৯৭০ (৯৭০.০), ৯৯০ (৯৯০.০) এবং ৯৯৯ (৯৯৯.০)।হলমার্কযুক্ত গয়না কিভাবে যাচাই করবেনহলমার্কযুক্ত গয়না বা শিল্পসামগ্রী কেনার সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন দেখে নেওয়া উচিতঃসোনার গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রেঃ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্কঃএই চিহ্নে BIS-এর লোগো থাকে।ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃগয়নার বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ২২গ৯১৬।"- HUID (Hallmark Unique Identification) কোড গয়নার জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।রুপোর গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রে' শব্দ-সহ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃসামগ্রীর বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ৯২৫।কোডঃসামগ্রীর জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।এই তিনটি চিহ্ন একত্রে কেনা গয়নার বিষয়ে আরও বেশি নিশ্চয়তা প্রদান করে। কারণ, প্রকৃত সৌন্দর্যের সঙ্গে বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তাও থাকা জরুরি।বাস্তবে হলমার্কিংঃআবেদন থেকে যাচাই পর্যন্তগয়না ব্যবসায়ীর নিবন্ধন, বিশুদ্ধতা নিরূপণ, ডিজিটাল যাচাইকরণ এবং নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান-এই সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে BIS হলমার্কিং-এর জন্য একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে।১. নিবন্ধন ও পরীক্ষাকেন্দ্র হলমার্কযুক্ত গয়না বিক্রি করতে ইচ্ছুক গয়না ব্যবসায়ীরা BIS-এ নিবন্ধন করার মাধ্যমে হলমার্কিং প্রক্রিয়া শুরু করেন। গয়না ব্যবসায়ীরা ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম পোর্টালে অনলাইনে আবেদন করতে পারেনঃ থেকে ব্যবহার করা যায়। নিবন্ধন তাৎক্ষণিকভাবে, বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং এর বৈধতা আজীবন থাকে।এরপর গয়না ব্যবসায়ীদের তাঁদের গয়না BIS-স্বীকৃত অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) জমা দিতে হয়। AHC-গুলি সেই পরীক্ষাকেন্দ্র, যেখানে গয়নার পরীক্ষা করা হয়। পরিকাঠামো, পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য কর্মীদের যাচাইয়ের পর BIS এই কেন্দ্রগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে হলমার্কিং-এর আবেদনহলমার্কিং-এর জন্য গয়না জমা দিতে গয়না ব্যবসায়ীদের পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন শুরু করতে এবং AHC-তে গয়না পাঠানোর সুবিধা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীরা পোর্টালে লগ ইন করে হলমার্কিং বিকল্পটি নির্বাচন করতে পারেন এবং আবেদন শুরু করতে পারেন। আবেদন জমা দেওয়ার আগে তাঁরা গয়নার শ্রেণী, পরিমাণ, ওজন, ঘোষিত বিশুদ্ধতা এবং নির্বাচিত AHC-র মতো বিবরণ উল্লেখ করেন।বিকল্পভাবে, পোর্টাল ব্যবহার না করে গয়না জমা দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষেও AHC-র কর্মীরা আবেদন শুরু করতে পারেন। এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি চালানের নথি তৈরি হয় এবং হলমার্কিং-এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সামগ্রীর গতিপথ অনুসরণ করা সম্ভব হয়।৩. পরীক্ষা ও HUID তৈরিঃ গয়না অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) পৌঁছানোর পর নির্ধারিত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তার ওজন এবং বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়।হলমার্কিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-যার মধ্যে ওজন মাপার ভারসাম্য রক্ষাকারী, এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স (XRF) মেশিন এবং লেজার মার্কিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত-কেন্দ্রীভূত সফটওয়্যারে সরাসরি তথ্য স্থানান্তরের সুবিধাযুক্ত হতে হবে। এর ফলে, প্রক্রিয়ার সময় উপন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য বৈদ্যুতিনভাবে নথিভুক্ত করা যায় এবং হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর প্রয়োজন কমে।২০২৪-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে XRF মেশিনের -ভিত্তিক সংযুক্তিকরণ কার্যকর করা হয়, যাতে হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা দূর করা যায়। এর পাশাপাশি, সংযুক্ত ওজন-পরিমাপ ব্যবস্থা ভারসাম্য রক্ষা করা থেকে সরাসরি ওজনের পাঠ সংগ্রহ করে।পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, BIS সার্ভার প্রতিটি গয়নার জন্য একটি অনন্য ছয়-সংখ্যার আলফানিউমেরিক কোড তৈরি করে। এরপর স্ট্যান্ডার্ড মার্ক এবং প্রযোজ্য বিশুদ্ধতার চিহ্ন গয়নার গায়ে খোদাই বা চিহ্নিত করা হয়।-গুলিকে গয়না এবং তার হলমার্ক-সহ-ছবিও তুলতে হয়। এ বছর ৮ জুন থেকে কার্যকর হওয়া ব্যবস্থার অধীনে এই ছবিগুলি এবং ওজন সরাসরি -এ আপলোড করা হয়। ডিজিটাল নজরদারি ও ট্রেসেবিলিটি-এর পোর্টালে -তে সম্পাদিত কার্যকলাপের তারিখ ও সময় নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই টাইমস্ট্যাম্পগুলি কার্যক্রমের রিয়েল-টাইম নজরদারিতে সহায়তা করে এবং হলমার্কযুক্ত গয়না গ্রহণ থেকে তা পাঠানো পর্যন্ত কত সময় লাগছে, তা মূল্যায়নে সাহায্য করে। পরীক্ষার কাজ লেজার মার্কিং-এর আগে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা যাচাই করতেও এগুলি সহায়ক।এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় ওজন সংগ্রহ এবং সুবিধার মতো ডিজিটাল উদ্যোগগুলি হলমার্কিং সরবরাহ-শৃঙ্খলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি আরও শক্তিশালী করে। সুবিধার মাধ্যমে গয়না ব্যবসায়ী বা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সোনার গয়নার মালিকানা পরিবর্তিত হলে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ডিজিটালভাবে স্থানান্তর করা যায়। এ বছর ১ জুন থেকে বাস্তবায়িত প্রথম পর্যায়ে, কর্পোরেট গয়না ব্যবসায়ীদের মধ্যে অথবা কোনও গয়না ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কর্পোরেট সংস্থায় সোনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে একই সামগ্রীতে একাধিকবার বা জালিয়াতির মাধ্যমে হলমার্কিং-এর ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা হয়।৫. নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধানঃবিক্রয়কেন্দ্রের বাইরেও যাচাইন্ডন্ডডিজিটাল নজরদারির পাশাপাশি, এর বাস্তবকালীন নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রক

কাশী তামিল সঙ্গমমের পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধন শনিবার, উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ



বারাণসী, ২৮ নভেম্বর ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন শনিবার বারাণসী পৌঁছন। বাবতপুরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। উল্লেখ্য, উপরাষ্ট্রপতি নমো ঘাটে কাশী তামিল সঙ্গমমের পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন।কাশী তামিল সঙ্গমমের পঞ্চম সংস্করণ আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হবে। এবার এই অনুষ্ঠানের থিম তামিলের মহান প্রাচীন গ্রন্থ 'তিরুক্কুরল'-এর শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। তামিলনাড়ু থেকে সাতটি দলে মোট ১,৭৫০ জন প্রতিনিধি বারাণসীতে আসবেন। এবার সঙ্গমমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিরুক্কুরলের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য তামিলনাড়ু থেকে হিন্দি জানা ৫০ জন শিক্ষক উত্তর প্রদেশে আসবেন। এই শিক্ষকরা বারাণসী, প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যার শিক্ষার্থীদের এই প্রাচীন তামিল গ্রন্থের শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। সারাদেশের প্রায় এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে শিক্ষার্থী নিজ নিজ ভাষায় তিরুক্কুরল পাঠ করবে এবং এর শিক্ষা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রচার করবে। কাশী তামিল সঙ্গমমে অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদের বারাণসীর প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এছাড়া তাঁরা প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যার প্রধান ধর্মীয় স্থানগুলি দর্শনেরও সুযোগ পাবেন।

'কার্তিগাই দীপম' নিরাপত্তা বাড়াতে তিরুপ্পারানকুন্দ্রম পাহাড়ে মোতায়েন সিআরপিএফ

মাদুরাই, ২৮ নভেম্বর ঃসুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার তিরুপ্পারানকুন্দ্রম পাহাড়ে প্রথাগত কার্তিগাই দীপম জ্বালানো নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার পাহাড়ের চূড়ায় ' দীপ স্তম্ভে' এই প্রদীপ জ্বালানোর কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট কার্তিগাই দীপম উসব উপলক্ষে তিরুপ্পারানকুন্দ্রম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ' দীপ স্তম্ভে' প্রদীপ জ্বালানোর অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চও এই আদেশ পালনের কথা বলেছিল। তবে, ২৪ নভেম্বর ঐতিহ্যগতভাবে উচি পিল্লাইয়ার মন্দিরের কাছের স্তম্ভেই প্রদীপ জ্বালানো হয়। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বিতর্কিত দীপ স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানো হয়নি। এরপর মাদুরাইয়ের কালেক্টর নিশান্ত কৃষ্ণা সুপ্রিম কোর্টে ১৭ পৃষ্ঠার একটি প

লিলুয়ায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার রিক সিং সহ দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ হাওড়ার লিলুয়ায় বিজেপি নেতা মনোজ সিং ও তাঁর ছেলের উপর হামলার ঘটনায় এবার গ্রেফতার হল দু'জন। ধৃত রিক সিং বিজেপি নেতা মনোজ সিংয়ের ছেলে। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে নবীন দাশগুপ্তকেও। বৃহস্পতিবার রাতে 'নব্য' ও 'আদি' গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মারামারির অভিযোগ ওঠে। দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে গ্রেফতারির পথে হাঁটে বেলুড় থানার পুলিশ। অসুস্থতার কারণে নবীন দাশগুপ্ত বর্তমানে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বকুলতলা পুলিশের অভিযানে ৩১.৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার



দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খ বর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করলো বকুলতলা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩১.৫০ কেজি গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে বকুলতলা থানার এসআই শান্তনু সরকার পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের সাবিত্রীতলা মোড়ে অভিযান চালায়। সেখানে একটি অটোকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৩০টি প্যাকেটে রাখা প্রায় ৩১.৫০ কেজি গাঁজা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে আসরাফুল লস্কর ও রবিউল বৈদ্য নামে দু'জনকে। ধৃত দুজনই মগরাহাট থানা এলাকার বাসিন্দা।আইন মেনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ঘটনায় বকুলতলা থানায় ৬৩৬/২৬ নম্বর মামলা, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(ii)(সি) ও ২৯ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতদের শনিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাল্যবিবাহ রুখতে কড়া কলকাতা পুলিশ, পুরোহিতদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা রুখতে এবার আরও কঠোর পদক্ষেপের পথে কলকাতা পুলিশ। নাবালক-নাবালিকার বিয়ের অভিযোগ সামনে এলেই শুধু পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নয়, বিয়ের পৌরোহিত্য করা ব্যক্তিদের ভূ মিকাও খতিয়ে দেখা হবে। এই ধরনের বেআইনি বিয়েতে পুরোহিত বা ধর্মীয় আচার পালনকারীদের প্রত্যক্ষ যোগসূ ত্র কিংবা জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তাঁদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হতে পারে। প্রয়োজনে গ্রেপ্তারির মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও রকম আপস করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। শুক্রবার অপরাধ দমন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শহরের প্রত্যেক থানার ওসি এবং লালবাজারের পদস্থ আধিকারিকদের এই নির্দেশ দেন পুলিশ কমিশনার। শহরে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের নজরে যাতে কোনওভাবেই নাবালক-নাবালিকার বিয়ের ঘটনা এড়িয়ে না যায়, সেই বিষয়েও থানার আধিকারিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, শহরের প্রত্যেক থানার আধিকারিকদের নিজ নিজ এলাকায় বিয়ের পৌরোহিত্য করেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই বৈঠকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন সম্পর্কে তাঁদের বিস্তারিতভাবে অবগত করানো হবে। বিশেষ করে, নাবালক বা নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের কী কী বিধান রয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এবং এই ধরনের বিয়েতে জড়িত থাকলে আইনি জটিলতা কতটা গুরুতর হতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে বোঝানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ভালো তৃণমূল' নিয়ে বিতর্কে নতুন মাত্রা, মুখ খুললেন সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক রানা



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল শিবিরের অবসান ঘটেছে। মসনদে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে পূ র্বতন সরকারের আমলে হওয়া একের পর এক দুর্নীতি-চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন জোড়া ফুল শিবিরের তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা। এরপরই ভাঙন ধরেছে জোড়া ফুল শিবিরের অন্দরে। বিভক্ত হয়েছে ভালো তৃণমূল এবং খারাপ তৃণমূল। সরকার পরিবর্তনের সাত মাস পরে রাজ্যে ফের জোরালো হয়েছে 'ভালো তৃণমূল' নিয়ে আলোচনা। ভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা একসুরে সরব ছিল। কিন্তু ভোট মিটতেই শাসকদলের ভেতরে কারা ভালো, কারা খারাপ; সেই ভাগাভাগি নিয়ে তরজা শুরু হয়েছে। এবার সেই বিতর্কে নতুন করে শান দিলেন সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান (রানা)। এই প্রসঙ্গে রানার সাফ কথা, তৃণমূলের সবাইকে এক লাইনে ফেলা ঠিক হবে না। ওই দলের ভেতরেও ভালো মানুষ আছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁদের পাশে চায় বাম শিবির। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে কাদের 'ভালো' বলছে সিপিএম? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রানা। তাঁর কথায়, যাঁরা চারটি 'সি' থেকে দূরে আছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনে একসঙ্গে হাঁটতে কোনও আপত্তি নেই। এই চারটি 'সি' হল; ক্রিমিনাল, করাপ্ট, কমিউনাল আর কাস্টিজম। মানে অপরাধ, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাতের রাজনীতি থেকে দূ রে থাকা মানুষ। রানার দাবি, তৃণমূলের শুরু থেকে যুক্ত এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা এই ধরনের রাজনীতিতে কখনও জড়াননি। বিজেপির বিরুদ্ধে বড় লড়াইয়ে তাঁদের একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। তবে বাম শিবিরের বক্তব্য, এটাকে গোটা তৃণমূলের সঙ্গে জোটের প্রস্তাব ভাবা ভুল হবে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, চার 'সি'-র সঙ্গে যুক্ত কারও সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সমঝোতা হবে না। রানার এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর খোঁচা, অতীতে সিপিএমের ভেতরেও এই চার বৈশিষ্ট্যের লোক কম ছিল না। তাই অন্য দলকে ভালো-মন্দ দিয়ে মাপার আগে নিজেদের অতীতটা দেখে নেওয়া উচিত। কুণালের মতে, এখন বাছবিচার করার সময় নয়, বিজেপির বিরুদ্ধে শক্ত লড়াই গড়ে তোলাটাই আসল কাজ। সব মিলিয়ে, বিজেপি-বিরোধী রাজনীতিতে তৃণমূলের একটা অংশকে পাশে নেওয়ার প্রশ্নে বামেদের ভেতরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এসআরএফটিআইয়ে ফের উত্তেজনা, পুলিশি অভিযানে সরানো হল পড়ুয়াদের ধরনামঞ্চ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ফের উত্তপ্ত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অর্থাৎ এস আর এফ টি আই। শনিবার সাত সকালে ক্যাম্পাসে পুলিশ অভিযান চালায়। পড়ুয়াদের অভিযোগ, ৩০০-রও বেশি পুলিশকর্মী ক্যাম্পাসে ঢুকে তাঁদের আন্দোলনের মঞ্চ এবং সেখানে রাখা তাঁদের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, মারধর ও ছাত্রীদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি, শনিবার সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢোকেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বহিরাগত মুখে কাপড় ঢাকা অবস্থায় সেখানে ছিল বলেও অভিযোগ। এরপর ধরনামঞ্চে থাকা চেয়ার, টেবিল-সহ অন্যান্য আসবাবপত্র সরিয়ে দুটি ছোট পিকআপ ভ্যানে করে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতেই বেশ বহিরাগতরা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙতে যায়। পড়ুয়াদের দাবি, সরিয়ে দেওয়া জিনিসগুলি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি। পুলিশের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানাতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, কয়েকজন পড়ুয়াকে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি ছাত্রীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার ও ধস্তাধস্তি করা হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। ঘটনার ছবি ও ভিডিও তুলতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন কয়েকজন পড়ুয়া। তাঁদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এক আন্দোলনকারী পড়ুয়ার দাবি, কোনওরকম উসকানি ছাড়াই পুলিশ তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ করেছে। একাধিক ছাত্রীকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে তাঁদের থাকার ঘরেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলেও জানানো হয়। পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। হস্টেল থেকে মূল ফটকের দিকে যাতায়াত এবং ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হচ্ছিল তাঁদের। পুলিশের উপস্থিতির কারণে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের মধ্যে যোগাযোগ রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ঘটনার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ। একটি বিবৃতিতে তাদের দাবি, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পড়ুয়াদের একাংশ ক্যাম্পাসের মধ্যে অনুমতি ছাড়া একটা কাঠামো তৈরি করে অবস্থান চালাচ্ছিলেন। আদালতের নির্দেশ আর কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় সেই কাঠামো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, আন্দোলনের নামে ক্যাম্পাসে আগুন জ্বালানো, জোরে গান বাজানো, গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান ও পার্টির আয়োজন, বহিরাগতদের ঢুকিয়ে শিক্ষক আর কর্মীদের ভয় দেখানোর মতো ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, আন্দোলনরত ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিও নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ফোনে তুলেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, কীভাবে একজন বিনা অনুমতিতে নিজের ব্যক্তিগত ফোনে ছবি ও ভিডিও তুলছেন, সেই প্রশ্ন তুলে শুক্রবার থেকে ফের ইনস্টিটিউটের মূল ফটকের সামনে আন্দোলনে বসেন পড়ুয়াদের একাংশ। সরাসরি উপাচার্যের কাছে জবাব চাইছেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। আন্দোলনরত ছাত্রীদের অভিযোগ, গত দেড় থেকে দু'মাস ধরে নিরাপত্তারক্ষীরা ছাত্রীদের ছবি ও ভিডিও তুলছেন ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে। নিরাপত্তারক্ষীদের আচরণ ছাত্রীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ও যৌন হেনস্থার শামিল বলে দাবি পড়ুয়াদের। সেখানে পড়ুয়াদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। পরিস্থিতির জেরে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার মধ্যেই শনিবারের পুলিশি অভিযান নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

কল্যাণের সাসপেনশন বহাল, অভিষেকের আবেদন খারিজ করলেন স্পিকার ওম বিড়লা



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ আবেদনেও ভিজল না চিঁড়ে। অধিবেশন চলাকালীন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন তোলার বিষয়ে রাজি নন লোকসভার স্পিকার। তাঁর কাছে সংসদের নিয়ম-শৃঙ্খলাই সবার আগে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে দিল্লির সংসদীয় মহলে। সাসপেনশন প্রত্যাহার চেয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আবেদন করেছিলেন, তা খারিজ করে দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। ফলে এই অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাসপেনশন বহাল থাকবে। স্পিকারের মতে, লোকসভার কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ৩৭৪(২) ধারায় বলা আছে, কোনও সাংসদকে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হলে সংসদ নিজে প্রস্তাব পাশ করে না তোলা পর্যন্ত সেই শাস্তি বহাল থাকবে। স্পিকারের দাবি, কোনও সাংসদের ব্যক্তিগত গুরুত্ব, দলের প্রয়োজন বা সামনের কোনও কর্মসূচির কথা ভেবে এই নিয়ম ভাঙা যায় না। সংসদের নিয়ম সবার জন্য এক। এই বার্তাই তিনি দিতে চেয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির কথা বলা হয়েছে। ১. ৩৭৪(২) বিধি সংসদের কাজে বাধা বা অসদাচরণের জন্য সাংসদকে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা যায়। সংসদ প্রস্তাব নিলেই তা তোলা সম্ভব। ২. ৩৭৪(৩) বিধি সাসপেন্ড হওয়া সাংসদকে সংসদ ভবন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। ৩. সংবিধানের ৮৫(২)(ক) ধারা অধিবেশন শেষ বা প্রোরোগ করার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রপতির হাতে। ৪. ১৫ নম্বর বিধি অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হওয়ার পর কী প্রক্রিয়া হবে, তা এই বিধির সঙ্গে যুক্ত। স্পিকারের এই পদক্ষেপের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা ও ভোটাভুটির সময়ে বিরোধী সাংসদদের উপস্থিতি খুবই জরুরি। এই সময়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের না থাকা তৃণমূলের সংসদীয় কৌশলে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে আসন পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও বাড়তে পারে। সংসদে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব ও সাংসদদের ভূমিকা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, অভিষেকের আবেদন খারিজ করে স্পিকার বুঝিয়ে দিলেন, সংসদীয় শৃঙ্খলার প্রশ্নে তিনি কোনও ছাড় দেবেন না। তবে এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক প্রভাব কতদূর গড়াবে, তা বোঝা যাবে আগামী দিনে সংসদের কার্যক্রম ও বিভিন্ন দলের অবস্থান থেকে।

তপসিয়ার নির্মীয়মাণ তৃণমূল ভবনে পুলিশের ব্যারিকেড ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন তপসিয়ায় মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্মীয়মাণ সদর কার্যালয় সিল করা এবং প্রবেশপথে পুলিশের ব্যারিকেড বসানোকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের মধ্যে সরাসরি সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। ঘটনার সূ ত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যায়। অভিযোগ উঠেছে, আনন্দপুর থানার পুলিশ কোনও আগাম নোটিশ বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই নির্মীয়মাণ ওই ভবনটি সিল করে দেয় এবং বাইপাস থেকে পার্টি অফিসে ঢোকার রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। ভবনের ভিতরে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয় বলে দাবি। খবর পেয়েই তপসিয়ার নির্মীয়মাণ তৃণমূল ভবন থেকে কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান কলকাতার সংগঠনের দুই জেলা সভাপতি; দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তর কলকাতার সভাপতি তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই নেতা উপস্থিত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশ আধিকারিকদের কাছে এই পদক্ষেপের কারণ জানতে চান। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, ভবনটি এখনও নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, পুরসভার প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা ব্যবহারের অনুমতিপত্র না পাওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করা যায় না। সেই কারণেই পুলিশ ভবনটি সিল করতে বাধ্য হয়েছে। দু'পক্ষের দীর্ঘ কথোপকথনের পর একটি মৌখিক সমঝোতা হয়। কালীঘাট শিবিরের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় যে আপাতত ওই ভবনে কেউ বসবেন না এবং পুলিশের তরফেও প্রবেশপথের ব্যারিকেড আংশিক সরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়। তবে প্রশাসনের এই যুক্তি মানতে নারাজ মমতা তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের পাল্টা দাবি, কার্যালয়টির নির্মাণকাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং সেখানে কোনও দাপ্তরিক কাজও চলছে না। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই কেবল নেতা-কর্মীরা নিয়মিত যাতায়াত করছেন। ফলে কলকাতা পুরসভার অনুমতিপত্র সংক্রান্ত যে যুক্তি পুলিশ দেখাচ্ছে, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শনিবার সকালে নির্মীয়মাণ ওই কার্যালয়ে যান রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এর নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, শুক্রবার জোড়া হার হয়েছে ওদের এবং সেই হারের জ্বালা মেটাতেই পার্টি অফিস দখল করার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি করা হচ্ছে। তবে এ সব করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দলকে দমানো যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। দলের অন্দরের খবর, এই পুলিশি পদক্ষেপের নেপথ্যে দলেরই একাংশের অতিসক্রিয়তা ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বিষয়টি উঠে আসছে। গত কয়েক দিন ধরে কালীঘাট তৃণমূলের একটি অংশ, মহিলা সংগঠন এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নির্মীয়মাণ ওই ভবনে নিয়মিত বসার এবং সকলকে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছিল। এমনকি ভবনের নীচে বৈঠকও করা হয়। দলের এক প্রবীণ নেতার ক্ষোভ, নতুন এক আইনজীবী নেতা বেনারসের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে দলের গোপন রাজনৈতিক বৈঠকের সমস্ত খুঁটিনাটি ফেসবুকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় এভাবে প্রকাশ্যে চলে আসায় প্রশাসনের নজরে বিষয়টি চলে আসে বলে মনে করছেন একাংশ। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর পুরনো তৃণমূল ভবনটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময় দলীয় কাজ চালানোর জন্য বাইপাসের ক্যানাল রোডের একটি বহুতল আবাসনে অস্থায়ী কার্যালয় খোলা হয়। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলীয় ভাঙন তীব্র হয়। বিদ্রোহী নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল বিধায়ক নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন অন্তর্বর্তী নির্দেশে দলের মূল নাম ও জোড়া ফুল প্রতীক স্থগিত রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীকে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঋতব্রত শিবিরকে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নাম দিয়েছে। বর্তমানে বাইপাসের অস্থায়ী কার্যালয়টি গণতান্ত্রিক তৃণমূলের দখলে থাকায় তপসিয়ার নির্মীয়মাণ ভবনটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই মমতা শিবিরের কর্মীরা সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ, শুরু নৌকার রেজিস্ট্রেশন ও নথি যাচাই



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ সুন্দরবনের নদী ও জঙ্গলে জীবিকার সন্ধানে যাওয়া মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে উদ্যোগী হল বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপীঠ কোস্টাল থানা। মাছ, কাঁকড়া ধরার পাশাপাশি মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে শুরু হল বিশেষ রেজিস্ট্রেশন ও নথি যাচাইয়ের কাজ। মৈপীঠ কোস্টাল থানার ওসি জাহিদ মণ্ডলের উদ্যোগে শুক্রবার থেকে থানার চত্বরে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। থানা এলাকার সমস্ত নৌকা এবং সেই নৌকায় যাতায়াতকারী মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় নথি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কর্মসূচিতে মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার প্রায় ২০০ জন মৎস্যজীবী অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং নৌকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। সুন্দরবনের দুর্গম নদী ও জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বহু সময় বিপদের মুখে পড়েন মৎস্যজীবীরা। বিশেষ করে নদীতে দুর্ঘটনা কিংবা জঙ্গলে কোনও বিপদ ঘটলে দ্রুত তাঁদের শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের এই বিশেষ ব্যবস্থার ফলে সুন্দরবনে যাতায়াতকারী মৎস্যজীবীদের পরিচয় ও নৌকার তথ্য প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এতে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও যোগাযোগের কাজেও সুবিধা হবে।

দু'মাস ধরে ছেলের অপেক্ষায় পরিবার, নিখোঁজ দীপায়নের সন্ধান চেয়ে আর্জি বাবা-মায়ের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দু'মাস ধরে ছেলের অপেক্ষায় পরিবার, নিখোঁজ দীপায়নের সন্ধান চেয়ে আর্জি বাবা-মায়ের। দু'মাস পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি দীপায়ন পাল। হাওড়া পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের অস্থায়ী কর্মী ওই যুবক গত ২৩ সেপ্টেম্বর ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। শিবপুরের নেপাল সাহা লেনের বাসিন্দা দীপায়নের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় কার্যত ভেঙে পড়েছেন তাঁর বাবা-মা। পরিবারের দাবি, অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের দীপায়নের কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। ছেলেকে কেউ আটকে রেখেছে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁর বাবা পার্থপ্রতিম পাল। পুলিশ দ্রুত ছেলেকে খুঁজে বের করুক, এখন সেই আশাতেই দিন গুনছে পরিবার।

কুলতলিতে গৃহবধূ অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ এক গৃহবধূকে অপহরণের অভিযোগে শ্যামনগরের এক যুবককে গ্রেফতার করল কুলতলি থানার পুলিশ। শুক্রবার ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলি থানা এলাকার এক গৃহবধূকে অপহরণের অভিযোগ সামনে আসতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে শুক্রবার শ্যামনগর এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পিছনে আর কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্ত কারীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান, খতিয়ে দেখা হল খাবারের গুণমান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ খাদ্যপণ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার রুখতে কাকদ্বীপ ও নামখানার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চাল

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৪ সংখ্যা, রবিবার , ১২ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

নবজাগরণের জনক

রাজা রামমোহন রায়ের সমাধির সামনে ; ব্রিস্টল থেকে এক বাঙালির প্রণাম। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, সঙ্গে কনকনে হাওয়া। তবু মনে এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে আজও যিনি শুয়ে আছেন, বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজা রামমোহন রায়। আর্নোস ভেল সমাধিক্ষেত্রের সবুজ গাছপালার মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ল বেলেপাথরের ছোট্ট মন্দিরের মতো একটা ছত্রী, একেবারে আমাদের দেশের স্থাপত্যের ধাঁচে বানানো। সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি। বৃষ্টিভেজা পাথরের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, যে মানুষটা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন, তিনি দেশ থেকে এত দূরে একা শুয়ে আছেন। চোখ ভিজে উঠল, আর সেটা শুধু বৃষ্টির জলে নয়। একটা সময় ছিল যখন স্বামী মারা গেলে বাংলার মেয়েদের জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হত। ঢাকের আওয়াজে চাপা পড়ে যেত তাদের আর্তনাদ, আর লোকে বলত সতী হল। শোনা যায়, রামমোহনের নিজের বৌদিকেও তাঁর দাদার চিতায় এইভাবে পুড়ে মরতে হয়েছিল। সেই দৃশ্য তরুণ রামমোহনের মনে এমন আগুন জ্বেলে দিয়েছিল যা আর কোনোদিন নেভেনি। সমাজপতিদের রক্তচক্ষু, অপমান, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি, কিছুই তাঁকে থামাতে পারেনি। শাস্ত্র ঘেঁটে তিনি দেখিয়ে দিলেন, এই নিষ্ঠুর প্রথা ধর্মের অঙ্গ নয়। লিখলেন, তর্ক করলেন, শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে মানুষকে বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলেন। সেদিন বাংলার অসংখ্য মা-বোনের প্রাণ বেঁচেছিল এই একজন মানুষের জেদে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীর অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এসবের লড়াইও তাঁরই হাত ধরে শুরু। তাই তাঁকে বলা হয় ভারতের নবজাগরণের জনক। ১৮৩০ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দূত হয়ে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন, আর সম্রাটই তাঁকে রাজা উপাধি দেন। ইংল্যান্ডে তিনি ভারতের মানুষের অধিকারের কথা জোর গলায় বলেছিলেন, আর সেখানকার বিদ্বজ্জনেরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৩৩ সালে তিনি ব্রিস্টলের স্টেপলটন গ্রোভে বন্ধুদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সেখানেই হঠাৎ প্রবল জ্বরে পড়েন, আর মাত্র কয়েক দিনের অসুখে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ভাবতে কষ্ট হয়, মৃত্যুর সময় পাশে ছিল না তাঁর জন্মভূমি, গঙ্গা বা বাংলার কোনো আপনজন। খ্রিস্টান ছিলেন না বলে তাঁকে গির্জার সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া যায়নি। তাই স্টেপলটন গ্রোভের বাগানের এক কোণে নীরবে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধার্ঘ্য- প্রায় দশ বছর পর তাঁর বন্ধু ও অনুরাগী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, ইংল্যান্ডে এলেন। বাগানের কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা সেই কবর দেখে তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল। তাঁরই উদ্যোগে ও খরচে ১৮৪৩ সালে রামমোহনের কফিন তুলে এনে আর্নোস ভেল সমাধিক্ষেত্রে নতুন করে সমাহিত করা হয়। তার ওপরে তৈরি হয় ভারতীয় মন্দিরের আদলে এই ছত্রী, যাতে বিদেশের মাটিতেও রাজার চিরনিদ্রার জায়গায় থাকে দেশের ছোঁয়া। এক বাঙালি আরেক বাঙালির প্রতি যে ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন।

নারায়ণ দেবনাথ

দিনটা ছিল ১৮ই জানুয়ারি, ২০২২। নিজের সৃষ্ট নারায়ণী সেনাদের সঙ্গে নিয়ে অবশেষে চলেই গেলেন তিনি। বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন বেশ কিছুদিন। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বারংবার কিছু অত্যুৎসাহী লোক তাঁর ভুয়ো মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে যেত। খুব মন চাইছিল এবারেও খবরটা মিথ্যে হোক। কিন্তু হল না। শিশুসাহিত্যিক, দক্ষ অলঙ্করণ শিল্পী নাকি বাংলা চিত্রকাহিনির বেতাজ বাদশা! এ কথা বললে হয়ত ভুল হবে না, তাঁর তৃতীয় সত্তাটিই ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। গত সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাঙালির ঘরে ঘরে তাঁর সৃষ্টিরা সমাদৃত হয়েছে, একান্ত আপন তারা আমাদের। তাঁর নিজের সবচেয়ে প্রিয়, একটু বেশি প্রশ্রয় পাওয়া বাঁটুল দি গ্রেট, প্রকাশকাল হিসেবে তার চেয়ে কিঞ্চিৎ পুরনো হাঁদা ভোঁদা বা কিছুটা নবীন নন্টে ফন্টে বা আরও অগণিত কমিক্স চরিত্ররা জুড়ে আছে আপামর বাঙালির শৈশব ও কৈশোরের নস্টালজিয়ায়। কেবল টিভি, মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়ার দাপুটে সাম্রাজ্য বিস্তারের বহু আগে বাঙালি শৈশব-কৈশোরকে কার্যত একা হাতে বিনোদনের জাদুকাঠির পরশ দিয়ে গেছেন হাওড়ার শিবপুরের শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ি নিবাসী এই দীর্ঘদেহী মানুষটি। আর্ট কলেজ থেকে প্রথাগত শিক্ষালাভের পর স্নো-পাউডার, আলতা-সিঁদুরের বিজ্ঞাপন আঁকা থেকে সিনেমার শিরোনামলিপি লিখন, অনেক কিছুই করতে হয়েছে তাঁকে জীবিকার তাগিদে। তারপর শুকতারা, কিশোর ভারতীর মত পত্রিকায় কিম্বা দেব সাহিত্য কুটিরের নানা জনপ্রিয় পূজাবার্ষিকীতে একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কমিক্স, তাঁর প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে সেজে উঠেছে অসংখ্য বই। প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কনশৈলীর অনুসরণে ছবি আঁকা শুরু করেও পরবর্তীকালে অ্যালেক্স রেমন্ড, জন প্রেনটিস, লসন উড সহ একাধিক ইউরোপীয় শিল্পীর ছবি খুঁটিয়ে দেখে তাঁদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন তিনি। কিন্তু স্বীয় প্রতিভায় অচিরেই তিনি গড়ে তোলেন আদ্যন্ত ভারতীয় মেজাজের একান্ত নিজস্ব এক বলিষ্ঠ শৈলী। রেখার সামান্য হেরফেরে মজাদার কার্টুন থেকে একেবারে বাস্তবোচিত ছবি এঁকে ফেলতেন অনায়াস দক্ষতায়। সাদা-কালো হোক বা জলরঙের মায়াবী তুলির টান, ছবির সূক্ষ্ম ডিটেলিং, নিখুঁত শারীরস্থান তাঁর ছবিকে চিনিয়ে দেয় সহজেই।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

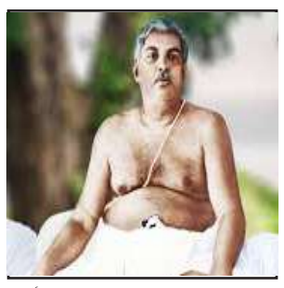

ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



রামপ্রসাদ জানতেন, খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। রামপ্রসাদ ভক্তি রসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়।

কলকাতায় প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিমাণগত বিনিয়োগ সম্মেলন, পূর্ব ভারতে গবেষণা ও শিক্ষার নতুন দিগন্তের সূচনা

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতায় প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিমাণগত বিনিয়োগ সম্মেলন, পূর্ব ভারতে গবেষণা ও শিক্ষার নতুন দিগন্তের সূচনা। ভারতের প্রথম ও একমাত্র পরিমাণগত বিনিয়োগ গবেষণা ভিত্তিক সংগঠন ল্যাম্বডা কোয়ান্টি টেটিভ স্ট্র্যাটেজিস অ্যাসোসিয়েশন (লাকসা) পূর্ব ভারতে তাদের কার্যক্রমের নতুন অধ্যায় শুরু করল। গত ২০ নভেম্বর কলকাতার দ্য পার্ক হোটেলে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিমাণগত বিনিয়োগ সম্মেলনের সপ্তম সংস্করণ। দিল্লি, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত সম্মেলনের পর এই প্রথম পূর্ব ভারতে অনুষ্ঠিত হল এই সম্মেলন। দিনভর আলোচনাসভা ও বিশেষ আলাপচারিতায় অংশ নেন সম্পদ পরিচালনাকারী সংস্থা, পারিবারিক বিনিয়োগ সংস্থা, শেয়ার লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা। এবারও সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল নুভামা অ্যাসেট সার্ভিসেস। সহযোগী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, লেভিটাস ট্রেড এলএলপি, ভি মাথরান অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইসিআইসিআই এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস।

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল 'আগামী দশকে ভারতের হাতেই কি থাকবে পরিমাণগত বিনিয়োগের নেতৃত্ব; সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও বিশ্ব অভিজ্ঞতা' শীর্ষক বিশেষ আলাপ চারিতা। আলোচনাটি পরিচালনা করেন জিওব্ল্যাকরক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মুখ্য বিনিয়োগ আধিকারিক এবং লাকসার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কোহলি। আলোচনায় অংশ নিয়ে লাকসার সহ-প্রতিষ্ঠাতা পঙ্কজ মণি বলেন, ভারতের পরিমাণগত গবেষণার ক্ষেত্র এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও এর সামনে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছনোর সুযোগও রয়েছে। তাঁর মতে, পরিমাণগত গবেষণা কেবল তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ব্রাউনীয় গতির ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র, যার মধ্যে বিনিয়োগপত্রের বিশ্লেষণ, ঝুঁকি নিরূপণ এবং কার্যসম্পাদনের মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত।

ব্ল্যাকরকের ডিরেক্টর ও প্রধান আর্থিক প্রকৌশলী সন্দীপ বিশ্বাস তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ভারতে এই ক্ষেত্রের আরও বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্লেষণের মান উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। আলোচনার সারসংক্ষেপে ঋষি কোহলি সতর্ক করেন, প্রাথমিকভাবে আকর্ষণীয় মনে হওয়া পরিসংখ্যান সব সময় সঠিক সিদ্ধান্তের পথ দেখায় না। নির্ভরযোগ্য ফল পেতে হলে কঠোর



গবেষণা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য।

'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের যুগে শেয়ার দালাল সংস্থার বিবর্তন' শীর্ষক আলোচনায় প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পায়। আলোচনাটি পরিচালনা করেন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের মুখ্য ব্যবসায়িক আধিকারিক সুনীল রামরাখিয়ানি। মিলেনিয়াম স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর কৌশিক ডাগা বলেন, একসময় দ্রুততম লেনদেনের প্রযুক্তিই ছিল মূল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। কিন্তু বর্তমানে তা ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রাহকদের জন্য আরও কার্যকর বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করাই মূল লক্ষ্য।

আশিকা গ্রুপের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা বৎসল জৈন বলেন, যথাযথ গবেষণা ছাড়া শুধু প্রযুক্তির সাহায্যে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকা সম্ভব নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশ্লেষণের ফলে গবেষকেরা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সংস্থার শেয়ার নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারছেন। ট্রান্স স্ক্যান সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা সন্দীপ জৈন বলেন, সমাজের সব স্তরের মানুষ এখন বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ফলে এক দশক আগের পদ্ধতি দিয়ে দীর্ঘদিন কাজ চালানো সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিজেদের উন্নত করে চলা জরুরি।

সম্মেলনের শুরু থেকেই শিক্ষার প্রসারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। স্বাগত ভাষণে পঙ্কজ মণি বলেন, ভারতে পরিমাণগত গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অনেকের কাছেই এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই লাকসা তাদের কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ও গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ঋষি কোহলি উপস্থিত সকলকে পরিমাণগত গবেষণায় অংশ নেওয়া এবং নিজেদের মতামত ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান।

পদ্ধতিনির্ভর ভবিষ্যৎ ও বিকল্প লেনদেন কৌশল' শীর্ষক আলোচনায় প্রাক্তন বিএনপি ও সিটি ব্যাংকের ডেল্টা ওয়ান লেনদেন বিশেষজ্ঞ অনন্দ ঘোষ সাধারণ মানুষের মধ্যে পদ্ধতিনির্ভর বিনিয়োগ সম্পর্কে আরও সচেত নতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। আলোচনায় অংশ নেন লেভিটাসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক লাহোটি, মেগাসার্ভ টেকনোলজিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিবেক থেবারিয়া এবং ভি মাথরান প্রাইভেট লিমিটেডের অধিকর্তা প্রতীক মাথরান। তাঁরা ভারতে পদ্ধতিনির্ভর ফিউচার ও অপশন লেনদেনের দ্রুত প্রসার, তথ্য বিশ্লেষণের গুরুত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

'বিনিয়োগ কৌশল থেকে তহবিল পরিচালনা; পরিমাণগত বিনি য়োগের পরবর্তী ধাপ' শীর্ষক বিশেষ আলাপচারিতায় নুভামা অ্যাসেট সার্ভিসেসের পণ্য বিভাগের প্রধান উদিত সুরেকা, ইভলভের পরিচালন অংশীদার আদিত্যবিক্রম গুপ্তের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, একটি তহবিল পরিচালনা করা এবং অর্থ পরিচালনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দক্ষতার বিষয়।

এরপর 'ভবিষ্যতের উপযোগী পারিবারিক বিনিয়োগ সংস্থাগু পরিমাণগত গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিকল্প বিনিয়োগ কৌশলের ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনায় ইউনিকর্ন ইনভেস্ট মেন্ট ম্যানেজার্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং লাকসার অধিকর্তা পবন মেহরার সঞ্চালনায় অংশ নেন মার্স ভেঞ্চার্সের প্রধান ও মুখ্য বিনিয়োগ আধিকারিক বিশাল জৈন এবং ম্যাগমা ভেঞ্চার্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালন অংশীদার হর্ষ ছামরিয়া। তাঁরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভারতের পারিবারিক বিনিয়োগ সংস্থাগুলির বিভিন্ন ধরনের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

দিনের শেষ আলোচনায় 'সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় ও পদ্ধতিনির্ভর সক্রিয় বিনিয়োগ;কোন পথে ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বিষয় উঠে আসে। শ্রী রামা ম্যানেজার্স এলএলপির প্রতিষ্ঠাতা মহিত বেরিওয়ালার সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন লরেল গ্রুপের প্রবর্তক ও অধিকর্তা মানবর্ষণ বৈদ। রত্নাবলী গ্রুপের মুখ্য বিনিয়োগ আধিকারিক পঙ্কজ গুপ্ত বলেন, ৩০ থেকে ৪০টি সংস্থার শেয়ার নিয়ে গঠিত সুসংহত বিনিয়োগপত্র থেকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়ে। তিনি অন্যদের দেখাদেখি বিনিয়োগের প্রবণতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, অ্যাভোরা এসএমই ফান্ডের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক আদিত্য ভুত্রা পেনশন তহবিলের গ্রাহকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিক শেয়ারবাজারে পতন হলেও যেসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পেনশন দিতে হয়, তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ ও ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগ বিভাগের প্রধান সচিন পাহুজা বলেন, বিনিয়োগ কারীর লক্ষ্য অনুযায়ী সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং পদ্ধতিনির্ভর সক্রিয়;তিন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতিরই নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। সম্মেলনের সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন নুভামা অ্যাসেটের ব্যবসায়িক উন্নয়ন ও দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক বিভাগের অধিকর্তা শ্রেয় সাগর। সম্মেলন প্রসঙ্গে লাকসার সহ-প্রতিষ্ঠাতা পঙ্কজ মণি বলেন, তভারতের অলাভজনক পরিমাণগত বিনিয়োগ গবেষণা সংগঠন হিসেবে লাকসার লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী পরিমাণগত গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। তথ্য বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণার জগতের সঙ্গে ব্যবধান কমানো প্রাতিষ্ঠানিক ও খুচরো বিনিয়োগকারী;উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মূলক কর্মসূচি, অনলাইন আলো চনা, গবেষণাপত্র প্রকাশ এবং নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেশজুড়ে এই ক্ষেত্রের প্রসারে কাজ করছি। মুম্বই, বেঙ্গালুরু ও দিল্লির পর কলকাতায় সম্মেলনের আয়োজন দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ারই অংশ।

লাকসার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কোহলি বলেন, মুম্বই, গুরগাঁও ও বেঙ্গালুরুতে গত দু'বছরের সফল সম্মেলনের পর কলকাতায় প্রথমবার এই সম্মেলন আয়োজন করা আমাদের কাছে স্বাভাবিক পরবর্তী পদক্ষেপ। ভারতের প্রথম ও একমাত্র পরিমাণগত বিনিয়োগ গবেষণা সংগঠন হিসেবে আমাদের লক্ষ্য হল পরিমাণগত ও পদ্ধতি নির্ভর বিনিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট কাঠামো নিয়ে আগ্রহী মানুষদের একত্রিত করা। কলকাতার পেশাদার মহলে এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। পাশাপাশি, এখানকার সদস্য ও পূর্ববর্তী বক্তাদের উৎসাহও আমাদের এই সম্মেলন আয়োজনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

সম্মেলনের মূল বার্তা ছিল, ভারতের পরিমাণগত গবেষণার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে প্রযুক্তির পাশাপাশি সঠিক ধারণা ও জ্ঞানের ভিত্তিতেও। কলকাতায় প্রথমবার এই সম্মেলনের আয়োজনের মাধ্যমে লাকসা পূর্ব ভারতের প্রতিষ্ঠান, গবেষক এবং আগামী প্রজন্মের পরিমাণগত বিশ্লেষকদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিল। একই সঙ্গে দেশজুড়ে গবেষণানির্ভর ও গাণিতিক মডেলভিত্তিক চিন্তা ভাবনার প্রসারে সংগঠনটির ভূমিকা আরও সুদৃঢ় হল।

লাকসা সম্পর্কে ঃ শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞ পেশাদারদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ল্যাম্বডা কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজিস অ্যাসোসিয়েশন (লাকসা) ভারতের প্রথম ও একমাত্র অলাভজনক পরিমাণগত বিনি য়োগ গবেষণা সংগঠন। এই সংগঠন শিল্পক্ষেত্রের পেশাদার, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং নীতি নির্ধারকদের এক মঞ্চে নিয়ে আসে। তথ্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুসংগঠিত চিন্তাভাবনাকে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পরিসরে প্রতিষ্ঠা করাই এর মূল লক্ষ্য। জ্ঞান বিনিময়, গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার প্রসারের মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে লাকসা।

বাংলার সঙ্গীত জগত ঃ বঙ্গ সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে

রবীন্দ্রকুমার শীল

গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক এবং অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে পরলোকমন করেন ২৮ নভেম্বর , ১৯৬২ সালে। দৃষ্টিহীন হয়েও নিজের মেধা ও দক্ষতার গুনে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। শৈশব থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং নিষ্ঠা দেখে শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে গান শেখাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই থেকে শুরু সঙ্গীত শিক্ষার। ক্রমান্বয়ে তিনি উস্তাদ বদল খানের কাছে খেয়াল, দানী বাবুর কাছে ধ্রুপদ, রাধারমণের কাছে কীর্তন ও কণ্ঠে মহারাজের কাছে তবলা শেখেন। গ্রামোফোন কোম্পানী তার প্রথম রেকর্ড বের করে ১৯১৭ সালে। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। সঙ্গীতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ তাঁর। মূলত ক্লাসিক্যাল শিল্পী হলেও জনপ্রিয় কীর্তনিয়া ছিলেন তিনি। সেই সময় অসংখ্য কীর্তন বা কীর্তন অঙ্গের গান গেয়েছেন, লিখেছেন এবং সুরও করেছেন। তম্বপন যদি মধুর হয়দ, তোমার কাজল আঁখি, তুমি গো বহ্নি শিখা, মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান' এমন বহু কালজয়ী গান আজো লোকমুখে শোনা যায়। অন্যান্য গানগুলোও লোকসঙ্গীত আশ্রিত হওয়ায়, সহজেই শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কীর্তন, বাউল ও ভাটিয়ালী গানগুলোর পাশাপাশি তাঁর গাওয়া হিন্দী, উর্দু, গজলও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর হাত ধরেই বাংলা গানে ঠুমরী, দাদরা ও গজলের প্রচলন হয়। গান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি বেশ যত্নশীল ছিলেন। বেশীর ভাগই বিখ্যাত কবি হেমেন্দ্র কুমার রায়, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের লেখা গানকে নিজেই সুর দিতেন।

সঙ্গীত পরিচালনার পাশাপাশি সুনিপুনভাবে মঞ্চ ও সিনেমাতে সমান দাপটে অভিনয় করে গিয়েছিলেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনতা বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি কখনোই। অপর প্রবাদপুরুষ শিশির ভাদুরির থিয়েটারে একের পর এক নাটক সফল হতে থাকে কৃষ্ণ চন্দ্রের



সঙ্গীত ও অভিনয় গুণে। এরপরে বাংলা থিয়েটারের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৩১ সালে কৃষ্ণ চন্দ্র নিজেই থিয়েটার কোম্পানি খোলেন। শিশির ভাদুরিও অভিনয় করেছিলেন তাঁর নতুন থিয়েটারে। সেই সময়ে থিয়েটার নিয়ে দারুণ ব্যস্ত তিনি। এরি মাঝে প্রস্তাব আসে সিনেমা জগত থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম 'টকি সিনেমা'য় দুটি গানে কণ্ঠ দেন ১৯৩১ সালে। পরের বছর ১৯৩২ এ নির্মিত 'চণ্ডীদাস' সিনেমায় নাম ভুমিকায় অভিনয় ও কণ্ঠদান দুইই সাফল্যের সাথে করেন।

কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকাকালীন কৃষ্ণ চন্দ্র দে ১৯৪২ সালে মুম্বাই পাড়ি জমান। দৃষ্টিহীন ছিলেন তাই সহযোগী হিসাবে সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল তার ভ্রাতুস্পুত্র, পরবর্তীকালের আরেক কিংবদন্তী হয়ে উঠা সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে। যিনি ছিলেন কাকার যোগ্য সহযোগি শিষ্য। কাকাই তার সঙ্গীত গুরু ও প্রেরণার উৎস। এ কারণেই সঙ্গীত জীবনের শুরু থেকেই উপমহাদেশের খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞদের সান্নিধ্য এবং তাদের কাছে তালিম নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল মান্না দে'র। কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান জানাতেই নিজের পৌত্রিক নাম বাদ দিয়ে কাকার দেওয়া ডাক নাম মান্নাতেই পরিচিত হন তিনি। যে মান্না দে আজ ভারতের সঙ্গিতা ঙ্গনের কিংবদন্তী শিল্পী, তিনি এই দৃষ্টিহীন কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র হাতেই তৈরী। কাকার হাত ধরেই প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অপর কিংবদন্তী শচীন দেব বর্মন এর সঙ্গীতে হাতে খড়িও কৃষ্ণচন্দ্র দে'র হাতেই।

মুম্বাইতে অভিনয়ের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের হিন্দি ছবির অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরারোপ, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিনি। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মোঃ রফি, মুকেশ এবং কিশোর কুমার সহ অনেকেই গেয়েছেন সেসব গান। তবে সবচেয়ে বেশি গেয়েছেন মোঃ রফি। মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতে তিনি পরিচিত কে. সি. দে নামে।

১৯৪৭ এ বাংলা সিনেমা জগতে ফিরে এসে শুরু করেন সিনেমা প্রযোজনা। পরপর বেশ কয়েকটি সফল সিনেমার পর, ১৯৫৭ সালে 'একতারা' সিনেমায় অতিথি শিল্

মহিষাদলের ঐতিহ্যবাহী গয়না বড়ি পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে, জিআই স্বীকৃতির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী গয়না বড়ি শুধু অনন্য খাদ্যপণ্য



নয়, বাংলার লোকশিল্প ও নারীদের সৃজনশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন আজও। ডালের বাটা দিয়ে তৈরি এই নকশাদার বড়ি আকারে গয়নার মতো, আর সৌন্দর্যে যেন শিল্পকর্ম। লোকমুখে প্রচলিত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রশংসা করে বলেছিলেন, ''গয়না বড়ি শুধুমাত্র দেখার জন্য, খাওয়ার জন্য নয়।'' চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়ও এই প্রাচীন শিল্পের প্রশংসা করেছিলেন বলে স্থানীয়দের দাবি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই শিল্পের কৌশল, নকশা ও ধৈর্যশীল শ্রম ঘরে ঘরে সযত্নে বহমান। রান্নাঘরের পরিচিত উপকরণকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করে গয়না বড়ি আজ মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছে। মহিষাদল থেকে তৈরি এই গয়না বড়ি ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও। ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা ও বাংলাদেশে পৌঁছেছে এই ঐতিহ্যবাহী খাদ্যশিল্পের নিদর্শন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মুম্বই, গুজরাট, ওড়িশা, পাঞ্জাব ও বিহারেও বহুবার পাঠানো হয়েছে গয়না বড়ি। এমন বিস্তার কারিগরদের নিরলস শ্রমের স্বীকৃতি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, বিভিন্ন জেলার ক্রেতা ও অনুরাগীদের কাছেও পৌঁছেছে এর সুনাম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি ও তথ্য দেখে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ যোগাযোগ করছেন। ফলে ঘরোয়া পরিসরে গড়ে ওঠা এই শিল্প ধীরে ধীরে বৃহত্তর বাজারে পরিচিতি পাচ্ছে, আর মহিষাদলের নামও ছড়িয়ে পড়ছে ঐতিহ্যপ্রেমীদের মধ্যে। মহিষাদলের পূর্ব শ্রীরামপুর, চাঁদপাত্র, গোপালপুর ও রঙ্গিবসান এলাকার বহু মহিলা এই গয়না বড়ি তৈরির কাজে যুক্ত। প্রায় কুড়িটিরও বেশি পরিবার সরাসরি এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়। নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দক্ষ হাত, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য্য এবং অনুশীলন। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের উৎসাহ জোগাতে ও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে কাজ করছে মহিষাদলের 'বিশ্বকলা কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা। সংস্থার বহু মহিলা সদস্যও বড়ি তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগেই স্থানীয় কারিগরদের তৈরি নকশাদার বড়ি বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছেছে। উৎপাদন, প্রচার এবং বিপণনের ক্ষেত্রে সংস্থাটির সহায়তা এই ঐতিহ্যকে আরও সুসংহত করেছে। বিশ্বকলা কেন্দ্রের সদস্যা মহিলারা তৈরি করেন এই নকশাদার ভোজ্য অলংকার। সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ গোস্বামীর কথায়, যিনি একবার গয়না বড়ি খেয়েছেন, সেই স্বাদ কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। তাঁর মতে, মেদিনীপুরের এই ঐতিহ্য, মহিষাদলের গয়না বড়ি, গুণমান বজায় রেখে বিস্তৃত পরিসরে পরিচিত হওয়া জরুরি। এই শিল্পের স্বীকৃতি ও ভবিষ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে বিশ্বকলা কেন্দ্রের তরফে গয়না বড়ির জিআই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই স্বীকৃতি না মিললেও, গয়না বড়ি আজ জেলার গর্ব ও অলংকার। সরকারের কাছে আবেদন, ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে জিআই স্বীকৃতি দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা হোক।

তৃণমূলের প্রতীক পাবে ঋতব্রত শিবির! বহরমপুরে বিস্ফোরক দাবি অধীরের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে দেশের সংসদে বসতে চলেছে বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্ব। সেখানেই সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী বিল পাস করানোর চেষ্টা করতে পারে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। এই বিল পাস হলে দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে লোকসভা আসন প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়তে পারে। এর পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি বিলও পাস করাতে পারে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। সংবিধান সংশোধনী এই বিল যদি কোনো ভাবে পাস হয়ে যায় তাহলে দেশের সাংবাধিনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে দাবি করলেন দেশের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। বহরমপুরের সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই বিল পাস হলে তা একটা দেশের জন্য দু ঃস্বপ্ন হবে। যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি এই বিল পাস করাতে সরকারকে সমর্থন করবেন তাঁদের বিচার ইতিহাস করবে। প্রসঙ্গত, দেশের সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে গেলে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হয়। কেবলমাত্র ধ্বনিভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করানোর সম্ভব নয়, ভোটাভুটি করতেই হবে । তবে এই মুহূর্তে দেশের সংসদে বিজেপির কাছে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ নেই। ফলে বিজেপির তরফ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাঙন ধরিয়ে তাদের সাংসদদের সাহায্যে এই বিল পাস করানোর চেষ্টা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিরোধী শিবিরের তরফে। অধীর চৌধুরী আজ বলেন, এই বিল পাস হলে দেশের সংবিধান বলে কিছু থাকবে না। কেবলমাত্র একটা দলেরই শাসন চলবে। তারা 'ওয়ান নেশন,ওয়ান ইলেকশন' করার পথে এগিয়ে যাবে। দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্যদিকে দিল্লিতে নির্বাচন



কমিশনের ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের প্রতীক যুদ্ধের লড়াই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস যদি তৃণমূলের প্রতীক না পায় তাহলে অন্য কেউ পাবে বলে আমার মনে হয় না। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর ঘাসফুল প্রতীক দাবি করে মমতা শিবির এবং ঋতব্রত শিবির নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। দুই শিবিরের আবেদন বিচারাধীন থাকায় বর্তমানে নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক 'ফ্রিজ' করে রেখেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রেজিনগর উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুই শিবিরকে ঘাসফুল প্রতীক ছাড়াই লড়তে হয়েছে। ঘাসফুল প্রতীকে চেয়ে তৃণমূলের দু'পক্ষই আজ থেকে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে শুনানিতে হাজির হয়েছেন। ঋতব্রতপন্থী গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে 'ছোট জামাই' বলে সম্বোধন করে অধীর চৌধুরী বলেন, আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক তৃণমূলই এই প্রতীক পাবে, না হলে কেউ পাবে না। দেরি হবে , টালবাহানা হবে। যে নির্বাচন কমিশন দেশের ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে তাদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। অন্যদিকে গতকাল পূর্ব মেদিনীপুর সভা থেকে দেশের সড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরীর একাধিক ঘোষণাকে কটাক্ষ করে অধীর চৌধুরী বলেন , ওঁর নাম নীতিন 'গড়বড়ি' হওয়া উচিত। উনি অনেক কথা বলেন কিন্তু সরকার ওঁকে টাকা দেয় না। আমি দেশের পিএসি-র চেয়ারম্যান থাকার সময় উনি অনেকবার বলেছেন সরকারের টাকা না দেওয়ার বিষয়টি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে তুলতে। কিন্তু এখন এখানে এসে বলছেন টাকার কোনো অভাব নেই! অধীর চৌধুরী বলেন, উনি যেখানেই কাজ করেছেন সব বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। ওঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। সিএজি-তে ওঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু উনি নাগপুরের আরএসএস ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।

ডালখোলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত দোকান ও গুদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ডালখোলার মল্লিকপুর এলাকায়। শনিবার সকালে আচমকাই একটি দোকানে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি থাকা আরও একটি দোকান এবং দুটি গুদামঘরে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি দোকান ও দুটি গুদাম। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডালখোলা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরবর্তীতে রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুর থেকেও দমকলের ইঞ্জিন আনা হয়। তিনটি কেন্দ্রের দমকলকর্মীরা যৌথভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল বাহিনীর প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছে। তবে অন্য কোনও কারণে এই অগ্নিকাণ্ড কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ ও পুলিশ। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

নবদ্বীপ-মায়াপুর সেতুর সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনে রবিবার আসছেন রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই নবদ্বীপ-মায়াপুরের যোগাযোগ ও পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে তৎপর হল রাজ্য প্রশাসন। স্থায়ী সেতু নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে নদীভাঙন পরিস্থিতি, ঘাট সংস্কার এবং জলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখতে আজ রবিবার নবদ্বীপে আসছেন রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণ কুমার রায় এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের এই পরিদর্শনে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত সেতুর সম্ভাব্য অবস্থান এবং নির্মাণের প্রাথমিক দিকগুলি নিয়ে সমীক্ষার পাশাপাশি নবদ্বীপ-মায়াপুরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাস পূর্ণিমার উৎসবের উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মধ্যে স্থায়ী সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তবে সেতু নির্মাণে সময় লাগবে বলে ততদিন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আধুনিক ও সুসজ্জিত লঞ্চ পরিষেবা চালুর আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘাটের বেহাল দশা সংস্কার করে নতুনভাবে গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রথম পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের আধিকারিকদের এই পরিদর্শনকে ঘিরে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে। রাস উৎসবের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান পরিদর্শনে যান। সেখানে জন্মস্থানের মহাধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার কথা শোনেন। জন্মস্থান সংলগ্ন ভাগীরথী নদীর ঘাট, নদীভাঙন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাগুলি তাঁর কাছে তুলে ধরা হয়। সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেন তিনি। এরপরই ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়। রবিবারের পরিদর্শনে নবদ্বীপের কোন এলাকা থেকে মায়াপুরের কোন অংশ পর্যন্ত সেতু নির্মাণ করা সম্ভব, তা নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা হতে পারে। পাশাপাশি ভাগীরথী নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকা, ঘাটগুলির বর্তমান অবস্থা এবং জলপথে যাতায়াতের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, আধিকারিকরা নদীপথে ঘুরেও ভাঙন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ করতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে নতুন কী কী পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব, তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটক নবদ্বীপ ও মায়াপুরে আসেন। কিন্তু দুই তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এখনও নদীপথের উপর নির্ভর করতে হয় বহু মানুষকে। স্থায়ী সেতু নির্মাণ হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে। পাশাপাশি সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত উন্নত লঞ্চ পরিষেবা চালু এবং ঘাটগুলির সংস্কার হলে পর্যটকদের ভোগান্তিও কমবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এই বিষয়ে নদিয়ার জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নবদ্বীপে এসে যে সমস্ত ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলি খতিয়ে দেখতেই রাজ্যের আধিকারিকরা আসছেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন নদিয়া দক্ষিণের বিজেপি সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ এই কারণেই পরিবর্তন চেয়েছিলেন। মানুষ যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাই বাস্তবায়িত হতে দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমবার নবদ্বীপের রাসে এসে একাধিক বড় ঘোষণা করেছেন। আর তারপরেই এই তোড়জোড় শুরু হল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর রবিবারের এই পরিদর্শনে সেতু নির্মাণ ও পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা কতটা এগোয়, এখন সেদিকেই নজর নবদ্বীপ-মায়াপুরের বাসিন্দাদের।

৩৪ লক্ষ টাকার পর্যটন কটেজ এখন ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা! অবহেলায় বেহাল দশা, বিষধর সাপের আতঙ্কে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২৮ নভেম্বর ঃ সরকারি অর্থে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল পর্যটন কটেজ। উদ্দেশ্য ছিল পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনের জন্যও দৈনিক ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করা। কিন্তু নির্মাণের পর প্রায় দু'বছর কেটে গেলেও আজও চালু হয়নি সেই পর্যটন কটেজ। একসময় পর্যটকদের থাকার জন্য তৈরি হওয়া এই প্রকল্প এখন কার্যত ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় গোটা চত্বর আগাছা ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আর সেই জঙ্গলেই চন্দ্রবোড়া-সহ বিভিন্ন বিষধর সাপের আনাগোনা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন আশপাশের বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে কাষ্ঠশালী পিকনিক স্পট লাগোয়া ছাড়িগঙ্গার পাড়ে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পর্যটন কটেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু পরিযায়ী পাখিদের অসুবিধার আশঙ্কায় আপত্তি ওঠায় পরবর্তীতে প্রকল্পের স্থান পরিবর্তন করা হয়। পূর্বস্থলী উত্তর বৈদিক পাড়া সংলগ্ন ডুবুরি পাড়ায় পঞ্চায়েতের নার্সারির জমিতে শুরু হয় নির্মাণকাজ। প্রথম পর্যায়ে চারটি পরিবারের থাকার উপযোগী ঘর এবং শিশুদের জন্য একটি পার্ক তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে আরও তিনটি পরিবারের থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়। সব মিলিয়ে মোট সাতটি ঘর তৈরি করতে প্রকল্পে ব্যয় হয় প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা ছিল, পর্যটক ও স্থানীয়দের দৈনিক ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করে এই কটেজকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সেই লক্ষ্যে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে কয়েক বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয় বলেও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু অভিযোগ, লিজ দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য কটেজটি কার্যত চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকারি অর্থে তৈরি পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও তার কোনও সুফল পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। বর্তমানে কটেজের চারপাশে আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। নিয়মিত পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গোটা এলাকা কার্যত পরিত্যক্ত চেহারা নিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জঙ্গলের মধ্যে বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপেরও দেখা মিলছে। ফলে শুধু পর্যটন প্রকল্পের ভবিষ্যত নিয়েই নয়, আশপাশের মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হওয়া একটি সরকারি পর্যটন প্রকল্প কেন এতদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে? টেন্ডার করে লিজ দেওয়ার পরও কেন চালু করা গেল না কটেজটি? কার গাফিলতিতে সরকারি অর্থে তৈরি এই সম্পত্তি আজ অবহেলার শিকার? একদিকে পর্যটন বিকাশের পরিকল্পনা, অন্যদিকে বাস্তবে সরকারি সম্পত্তির এমন বেহাল দশা। কবে এই কটেজের জঙ্গল পরিস্কার করে পর্যটকদের থাকার উপযোগী করে তোলা হবে, কবে চালু হবে পরিষেবা-সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকায়। এই বিষয়ে কী বলছেন পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের প্রধান? আর কী বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা? তাঁদের বক্তব্য শুনুন সরাসরি তাঁদের মুখ থেকেই।

শীতের আগেই দু ঃস্থদের পাশে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন চিঙ্গিসপুর ও বিনশিরায় শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৮ নভেম্বর ঃ শীতের মরশুমে অসহায় ও দু ঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হল বালুরঘাট রামকৃষ্ণ সারদা



মিশন। মিশনের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ দিনাজপুরের চিঙ্গিশপুর ও বিনশিরা অঞ্চলের দু ঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল। মিশনের এই উদ্যোগে শীতের আগে কিছুটা স্বস্তি পেলেন শীতবস্ত্রের অভাবে সমস্যায় থাকা মানুষজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। পাশাপাশি ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কর্মী ও কর্মকর্তারা। শীতের সময় প্রত্যন্ত এলাকার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বহু পরিবারের কাছে পর্যাপ্ত গরম পোশাকের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত প্রবীণ মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে শীতের প্রকোপ বাড়লে সমস্যা আরও বেশি হয়। এই পরিস্থিতিতে শীতবস্ত্র বিতরণের মতো উদ্যোগ কেবল তাৎক্ষণিকভাবে শীতের কষ্ট লাঘব করে না সামাজিক সহমর্মিতা ও মানবিক দায়বদ্ধতার বার্তাও পৌঁছে দেয়। রামকৃষ্ণ ভাবধারায় মানবসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই মিশনের এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। শহরকেন্দ্রিক কর্মসূচির বাইরে চিঙ্গিশপুর ও বিনশিরার মতো অঞ্চলে পৌঁছে দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দিল মিশন।

দুর্গাপুরে মহিলার রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ সাতসকালে বাড়ির দরজার সামনে পড়ে মহিলার দেহ! শনিবার সাতসকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত সগরভাঙা গোপীনাথপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম কবিতা সরকার (৪০)। বাড়ি রানিগঞ্জে। দুর্গাপুর সাগরভাঙা তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর পরিচয় ছিল। অভিযোগ ওই ব্যক্তি বাড়িতে কবিতার নিয়মিত আনাগোনা ছিল। এদিন সকাল আনুমানিক পৌনে ছয়টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন সাগরভাঙা গোপীনাথপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা শম্ভুনাথ দাস। বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই তিনি দেখেন, তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক মহিলার নিথর দেহ। এই দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। তড়িঘড়ি খবর দেন কোকওভেন থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, তাঁর পরিচয় কী এবং কে বা কারা গভীর রাতে কিংবা ভোরের দিকে অন্যের বাড়ির দোরগোড়ায় মৃতদেহটি ফেলে রেখে গেল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। কী করে মহিলার মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। শম্ভুনাথবাবু জানান, সকাল পৌনে ছ'টা হবে। যুবতীর মৃতদেহ প্রথমে দেখতে পাই। আমার এক মানসিক ভারসাম্য বোনের কথা মনে হয়েছিল। তবে ও ঘরেই ছিল। ছেলে, স্ত্রী সকলকে ডাকি। খবর দিই পুলিশে। মহিলা আমাদের এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্তে নেমে শুভাশিস ব্যানার্জী নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃতার নাম জানতে পারে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, ওই মহিলা নিয়মিত শুভাশিষের বাড়িতে আনাগোনা ছিল। গত ২৬ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিল ওই মহিলা। প্রশ্ন, পরকীয়ার জেরেই খুন? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? তাহলে কী খুন করে মৃতদেহ লোপাট করতে না পেরে বাড়ির সামনে ফেলে দিয়েছে? যদিও গোটা ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজে সংঘর্ষ, হস্টেলে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজে পিকনিককে কেন্দ্র করে বিবাদ হিংসাত্মক রূপ নেয়। শুক্রবার গভীর রাতে কলেজ চত্বরে দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়, যাতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার কলেজ চত্বরে কয়েকজন বহিরাগতের পিকনিক করা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, হস্টেলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ করলে বহিরাগতরা তাদের ওপর চড়াও হয়। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দিনের বেলায় শুরু হওয়া বিবাদ গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কয়েকজন যুবক হস্টেলে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায়। সে সময় প্রাণ বাঁচাতে হস্টেলের শিক্ষার্থীদের একদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, হস্টেলের ওপরের তলা থেকেও ইঁট- পাটকেল ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হস্টেলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বহিরাগতদের পিকনিক করার প্রতিবাদ করায় তাদের মারধর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গভীর রাতে হস্টেলে ঢুকে ভাঙচুর ও লুটপাটও চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় এবিভিপি-র সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগও তুলেছেন হস্টেলের কয়েকজন শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, এবিভিপি নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংগঠনটির দাবি, হস্টেলে থাকা তৃণমূলের সমর্থক কয়েকজন দুষ্কৃতী অশান্তি ছড়াচ্ছিল। তারা সেখান দিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে ইঁটও ছুঁড়েছিল। এর প্রতিবাদ করায় এবিভিপি সদস্যদের ওপর হামলা চালানো হয়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে।

নকল লটারি টিকিট বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার ২, জালে অবৈধ কয়লা পাচার মামলার পলাতক আসামিও

শেফালী মাহাতো, জয়পুর, ২৮ নভেম্বর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নকল লটারি টিকিট বিক্রির চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম অচিন্ত্য মুখার্জি এবং লক্ষ্মীকান্ত মাহাতো। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৫০০টি নকল লটারি টিকিট উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে অচিন্ত্য মুখার্জি শুধুমাত্র নকল লটারি কারবারেই যুক্ত নয়, সে পুরুলিয়ার একটি পুরনো অপরাধ মামলারও ফেরার আসামি। কয়েকদিন আগে অবৈধভাবে কয়লা পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত একটি মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে সে পলাতক ছিল। অবশেষে নকল লটারি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এই অভিযুক্ত। ধৃত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা চক্রের শিকড় খুঁজতে এ

ডিলিমিটেশন বিলেই ইন্ডি' জোটে ফাটল? মোদি সরকারের প্রস্তাবে সমর্থনের ইঙ্গিত শরদ পওয়ারের দলের, চাপে বিরোধীরা

সংসদের আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। একদিকে বিল পাশ করাতে তপর কেন্দ্র, অন্যদিকে বিরোধী জোটের মধ্যে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা। তার মধ্যেই শরদ পওয়ারের দলের সমর্থনের ইঙ্গিত বিরোধী শিবিরের অঙ্ক আরও কঠিন করে তুলেছে।

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ মোদি সরকারের সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিলকে ঘিরে ক্রমশ জটিল হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ। শনিবার এই বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থান ঠিক করতে বৈঠকে বসার কথা ইন্ডি' জোটের শরিক দলগুলির। তার ঠিক আগেই কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিলে সমর্থনের কথা জানিয়ে বিরোধী শিবিরে অস্বস্তি বাড়াল এনসিপি (শরদচন্দ্র পওয়ার)। শুক্রবার দলের বিধায়ক তথা জাতীয় মুখপাত্র জিতেঃদ্র আওয়াধ জানিয়েছেন, মোদি সরকারের পুনর্বিন্যাস বিলে সমর্থন জানাতে পারে তাঁদের দল। শুধু এনসিপি (এসপি) নয়, আরজেডি সাংসদ সুরে ঃদ্রপ্রসাদ যাদবও বিলের পক্ষে সওয়াল করেছেন। ফলে বিরোধী জোটের অভিন্ন অবস্থান তৈরি হওয়ার আগেই শরিকদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে এল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জোটের অন্যতম প্রবীণ নেতা শরদ পওয়ারের দলের এই অবস্থান বিরোধী শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা। তবে কেন্দ্রের বিলকে নিঃশর্ত সমর্থনের কথা বলেনি এনসিপি (এসপি)। বরং একটি নির্দিষ্ট শর্তের কথা জানিয়েছে তারা। জিতেঃদ্র আওয়াধের বক্তব্য, দেশের সমস্ত রাজ্যে লোকসভার আসন সমানভাবে ৫০ শতাংশ বাড়ানোর সংস্থান থাকলেই এই বিলে সমর্থন জানাবে তাঁদের দল। তাঁর দাবি, অসুস্থ শরদ পওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করেই এই অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা। দলের অবস্থান নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি। কী শর্ত দিল পওয়ারের দল?এনসিপি (এসপি)-র দাবি, লোকসভার আসন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সব রাজ্যের জন্য একই নীতি কার্যকর করতে হবে। কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য রাখা চলবে না। জিতেঃদ্র আওয়াধের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিটি রাজ্যে সমানভাবে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকলে তবেই বিলকে সমর্থন করবে তাঁদের দল। উল্লেখ্য, কেঃদ্রের তরফে ইতিমধ্যেই দেশের প্রতিটি রাজ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা



৫০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী ২৫ বছর অর্থা ২০৫১ সাল পর্যন্ত আসন বণ্টনের এই বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখার কথাও জানানো হয়েছে। ফলে এনসিপি (এসপি)-র শর্তের সঙ্গে কেন্দ্রের প্রস্তাবের কতটা মিল রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন দলের সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেও। তিনি জানিয়েছেন, পুরো বিলের খসড়া খুঁটিয়ে পড়ার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থা, জিতেঃদ্র আওয়াধ সমর্থনের ইঙ্গিত দিলেও বিলের প্রতিটি ধারা খতিয়ে দেখতে চাইছে দল। অন্যদিকে, ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন আরজেডি সাংসদ সুরে ঃদ্রপ্রসাদ যাদব। শুক্রবার গয়ায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের চাপের কথা মাথায় রেখে এখনই লোকসভা কেঃদ্রগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে লোকসভার আসন সংখ্যাও বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন তিনি। সুরেন্দ্রপ্রসাদের যুক্তি, জনসংখ্যার অনুপাতে জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হলে সংসদে সাধারণ মানুষের সমস্যা আরও ভালোভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে। সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের চাহিদা ও সমস্যাও। সেই পরিস্থিতিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ভবিষ্যতে যাতে কোনও জটিলতা তৈরি না হয়, তার জন্য আগেভাগেই সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রস্তুতি সেরে রাখা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন আরজেডি সাংসদ। যদিও এই বিষয়ে দলের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানানো হয়নি। ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। শনিবার ইন্ডি' জোটের শরিক দলগুলি বৈঠকে বসে এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে পারে। কিন্তু তার আগেই এনসিপি (এসপি) এবং আরজেডির দুই নেতার বক্তব্যে বিরোধী শিবিরের মধ্যে মতপার্থক্যের ছবি সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতেই এই আলোচনা বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে সংসদের বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা না করেই তার বর্ধিত পর্বের কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। আগামী ৩০ নভেম্বর লোকসভা এবং ২ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় এই অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, এই অধিবেশনেই ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানোর চেষ্টা করতে পারে মোদি সরকার। সব মিলিয়ে সংসদের আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। একদিকে বিল পাশ করাতে তপর কেন্দ্র, অন্যদিকে বিরোধী জোটের মধ্যে ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা। তার মধ্যেই শরদ পওয়ারের দলের সমর্থনের ইঙ্গিত বিরোধী শিবিরের অঙ্ক আরও কঠিন করে তুলেছে। এখন দেখার, শনিবারের বৈঠকে ইন্ডি' জোট শেষ পর্যন্ত কী অবস্থান নেয় এবং বিল নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে কোনও অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয় কি না।

৫০০ টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেনে আর এসএমএস অ্যালার্ট নয়!

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর ঃ এইচজিএফসি ব্যাঙ্কের নতুন নিয়ম, কার্যকর ১ জানুয়ারি থেকেডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি ব্যাঙ্ক এইচডিএফসি । এবার থেকে ৫০০ টাকা বা তার কম অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনের জন্য আর মোবাইলে এসএমএস অ্যালার্ট পাঠাবে না ব্যাঙ্ক। আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২৭ থেকে কার্যকর হতে চলেছে এই নতুন নিয়ম। ফলে ছোট অঙ্কের ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে এতদিন যে এসএমএস নোটিফিকেশন পেতেন গ্রাহকরা, তা আর পাওয়া যাবে না। তবে ৫০০ টাকার বেশি অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে আগের মতোই এসএমএস অ্যালার্ট পাঠানো হবে।ব্যাঙ্কের তরফে ইতিমধ্যেই গ্রাহকদের এই পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১০০, ২০০ কিংবা ৫০০ টাকার মতো ছোট অঙ্কের ইউপিআই লেনদেন করলে মোবাইলে কোনও এসএমএস পাবেন না গ্রাহকরা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, লেনদেনের কোনও তথ্যই তাঁরা জানতে পারবেন না। কারণ, প্রতিটি ইউপিআই লেনদেনের জন্যই গ্রাহকদের নথিভুক্ত ইমেল আইডিতে অ্যালার্ট পাঠাবে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ, এসএমএস পরিষেবা বন্ধ হলেও ইমেলের মাধ্যমে লেনদেনের যাবতীয় আপডেট পাওয়া যাবে।ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআইয়ের সংশোধিত নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনলাইন ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নোটিফিকেশন পাঠানোর নিয়মে পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৫০০ টাকার বেশি অঙ্কের সমস্ত অনলাইন ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের এসএমএস অ্যালার্ট পাঠানো বাধ্যতামূলক।

নর্দার্ন রেলওয়েতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন

কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ নর্দার্ন রেলওয়েতে উন্নয়নমূলক কাজ চলার কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলোর চলাচলের সময়সূচী ও পথে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পথ পরিবর্তন ১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাটিন্ডা এক্সপ্রেস (৩০.১১.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)-এর যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেনটি এখন পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় - বারাণসী - সুলতানপুর - লখনউ চারবাগ - কানপুর সেন্ট্রাল রুটের পরিবর্তে পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় - মির্জাপুর - প্রয়াগরাজ - কানপুর সেন্ট্রাল হয়ে চলাচল করবে। এর ফলে বারাণসী, জালাগঞ্জ, জাফরাবাদ, জৌনপুর সিটি, শ্রীকৃষ্ণ নগর, হরপালগঞ্জ, কোইরিপুর, লম্ভুয়া, সুলতানপুর, মুসাফির খানা, নিহালগ।, আকবরগঞ্জ, হায়দরগ।, লখনউ চারবাগ এবং উন্নাও স্টেশনগুলোতে ট্রেনটির কোনো যাত্রাবিরতি থাকবে না।ট্রেনের সময়সূচী পরিবর্তন ১৩০ ০৯ হাওড়া - যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস (৩০.১১.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)-এর সময়সূচী ১২০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ, ট্রেনটি রাত ৮,২৫-এর পরিবর্তে রাত ১০,২৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে)। এছাড়া, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় পর্যন্ত যাত্রাপথে ট্রেনটিকে ১৮০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ (নিয়ন্ত্রিত গতিতে চালানো বা থামিয়ে রাখা) করা হবে।০৩০ ০৯ হাওড়া - আনন্দ বিহার স্পেশাল (৩০.১১.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)-এর সময়সূচী ১২০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ, ট্রেনটি ৩০ নভেম্বর, ২০২৬-এর রাত ১১,৫৫-এর পরিবর্তে ১ ডিসেম্বর, ২০২৬-এর রাত ১,৫৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে)। এছাড়া, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় পর্যন্ত যাত্রাপথে ট্রেনটিকে ১২০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তাছাড়া, ১৩০৩৮ দেরাদুন - হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস (৩০.১১.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরুকারী)-কে যাত্রাপথে ১২০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ (নিয়ন্ত্রিত গতিতে চালানো) করা হবে।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতিতে তৎপর পূর্ব রেল



কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে, মেলা চলাকালীন নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত যাত্রী চলাচল নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নামখানা ও কাকদ্বীপ স্টেশনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। নামখানা স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার সার্কুলেটিং এরিয়া, স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, সংযোগকারী রাস্তা (অ্যাপ্রোচ রোড), প্ল্যাটফর্মের পরিকাঠামো এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। মেলা চলাকালীন কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু যাত্রী চলাচল, উন্নত যাত্রী পরিষেবা এবং নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। কাকদ্বীপ স্টেশনে শ্রীমতী পান্ডে সার্কুলেটিং এরিয়া, স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, সংযোগকারী রাস্তা এবং প্ল্যাটফর্ম এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি সিগন্যালিং প্যানেল, ট্রেন চলাচল এবং ইন্সপেকশন রেজিস্টার খতিয়ে দেখেন। নির্ধারিত সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা এবং নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ (সেফটি কাউন্সেলিং) দেওয়া হয়। এর আগে, জেনারেল ম্যানেজার শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা পর্যন্ত উইন্ডো-ট্রেইলিং পরিদর্শন করেন এবং পরিকাঠামো, সুরক্ষা ও পরিচালন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যালোচনা করেন। এর মধ্যে ট্র্যাক-সার্কিট ও অ্যালাইনমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা, সাইডিং লাইন, রোড ওভার ব্রিজের উচ্চতা সংক্রান্ত বিষয়, পার্ক সার্কাস স্টেশনে জবরদখলের সমস্যা, রেললাইনের পাশের নিকাশি ব্যবস্থা, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা এবং বালিগঞ্জ ইয়ার্ডের জমি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি পার্ক সার্কাস স্টেশনে রেললাইনের পাশের জবরদখল সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) সিগন্যালিংয়ের কাজের অগ্রগতি, ৬০ কেজি রেল বসানো, বারুইপুর সেকশনে পিকিউআরএস -এর কাজ, সংশ্লিষ্ট সেকশন জুড়ে ট্র্যাক, স্লিপার ও ফিটিংস নবীকরণ এবং রেল ডিস্ট্রেসিং কাজের দৈনিক অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন। গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন নিরাপদ, সুষ্ঠু ও দক্ষ যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করতে শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে আগাম পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় এবং নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। মেলায় আগত বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই সম্পন্ন করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনগত নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন পুণ্যার্থীদের নিরাপদ, সুষ্ঠু ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রেখে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

আসন পুনর্বিন্যাস বিল, রাষ্ট্রপতির সবুজ সংকেত

১-র পাতার পর- দেশের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, এমন বিল সংসদে বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন। সেই প্রক্রিয়াতেই এবার সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উল্লেখ্য, শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট তিনটি বিল সংসদে পেশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল, সংবিধান (১৩২তম সংশোধনী) বিল, আসন পুনর্বিন্যাস (দ্বিতীয়) বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। গত এপ্রিল মাসে লোকসভায় এই সংক্রান্ত পুরনো বিলগুলি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এবার সেই প্রস্তাবগুলি নতুন করে সাজিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা বিশেষ অধিবেশনে পেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। নতুন প্রস্তাবিত বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লোকসভা ও বিধানসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্য ও কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে লোকসভা এবং বিধানসভার আসন প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হতে পারে। বর্তমানে লোকসভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা ৫৫০ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব রয়েছে। একইভাবে বিধানসভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০৫১ সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে আসনের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাবও রয়েছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র। তবে এই প্রস্তাব ঘিরে বিরোধীদের আপত্তিও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। শনিবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই বিলকে গণতন্ত্রের পক্ষে গুরুতর হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন। বিরোধীদের আশঙ্কা, আসন পুনর্বিন্যাসের নামে দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষ করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন হলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন একাধিক বিরোধী নেতা।

আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিলে সাংসদকে হুইপ

১-র পাতার পর- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা সাংসদরা, অন্যদিকে তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সাংসদরা। সব মিলিয়ে লোকসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কত, তা নিয়েই চলছে রাজনৈতিক টানাপড়েন। কালীঘাটের শিবির অবশ্য এই মুহূর্তে ২৮ জন সাংসদকেই তৃণমূলের সাংসদ হিসেবে গণ্য করছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, তৃণমূলত্যাগী একাধিক সাংসদ এখনও সংসদীয় স্তরে আলাদা রাজনৈতিক পরিচিতি বা স্বীকৃতি পাননি। কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাংসদদের নামও এই প্রসঙ্গে উঠে আসছে। ফলে সংসদের নথিতে তাঁদের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। যতক্ষণ না তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য কোনও দলের সাংসদ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের উপর তৃণমূলের হুইপ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেই কারণেই অভিষেকের জারি করা তিন লাইনের হুইপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বঃদ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সাসপেন্ডেড থাকায় অভিষেক নিজেই এই হুইপ জারি করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। এর ফলে তৃণমূলের সাংসদদের সামনে কার্যত স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দলের নির্দেশ অমান্য করে কেউ সংসদে অনুপস্থিত থাকলে বা দলীয় অবস্থানের বাইরে গিয়ে ভোট দিলে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে মহিলা সংরক্ষণ এবং আসন পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের অবস্থান যাতে কোনওভাবেই দুর্বল না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া সাংসদদের অবস্থান নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া শতাব্দী রায় জানিয়েছেন, তিনি মহিলা সংরক্ষণ বিলে সমর্থন জানাবেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। শতাব্দীর মতো অন্য সাংসদরাও যদি কেঃদ্রের আনা বিলগুলিকে সমর্থন করেন, তা হলে সংসদে বিরোধী শিবিরের ভোটের অঙ্কে প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষত আসন পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে বিরোধীদের মধ্যে ঐকমত্য না থাকলে মোদি সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি আরও অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা তৃণমূলের সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায়, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদ এবং শত্রুঘ্ন সিনহা। অন্যদিকে, তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে কারা কোন অবস্থান নেবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের হুইপ কার্যত দুই শিবিরের কাছেই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

নারীশক্তিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবই' হুঁশিয়ারি মোদির!

১-র পাতার পর- ইতিমধ্যেই ওই শিবিরের তরফে বিলের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকের অবস্থান নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। ডিএমকের সমর্থন পাওয়া গেলে বিরোধী জোটের অঙ্কে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে। ওয়াইএসআর কংগ্রেস-সহ কয়েকটি ছোট দলও বিলের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে বলে জল্পনা। তবে এই সমর্থনের অঙ্ক চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিল পাশ নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। বিশেষ করে আসন পুনর্বিন্যাসের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভায় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কী পরিবর্তন হবে, তা নিয়ে দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্বেগ রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বাড়ানো হলে তুলনামূলকভাবে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যগুলি সংসদে বাড়তি রাজনৈতিক সুবিধা পেতে পারে। ফলে মহিলা সংরক্ষণে সমর্থন থাকলেও আসন পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি থেকেই যাচ্ছে। সব মিলিয়ে মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিকে বিরোধী জোটের ঐক্য ধরে রাখার চেষ্টা, অন্যদিকে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থন আদায় করে সংসদে শক্তি বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভিডিও বার্তা সেই রাজনৈতিক লড়াইকে আরও স্পষ্ট করে দিল। এখন দেখার, সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিরোধীদের আপত্তি কাটিয়ে সত্যিই দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন জোগাড় করতে পারে কি না মোদি সরকার। নারীশক্তিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে শেষ পর্যন্ত সংসদের ভোটাভুটির উপরই।

জিনস-টি-শার্ট-লেগিংস নিষিদ্ধ, চটি পরেও অফিসে আসা যাবে না! অসমে সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া নির্দেশ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ নিজের পছন্দমতো পোশাক পরে আর অফিসে আসা যাবে না! সরকারি দপ্তরে কর্মীদের পোশাক নিয়ে কড়া অবস্থান নিল অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। রাজ্য সচিবালয় জনতা ভবন'-এ কর্মরত সরকারি কর্মীদের জন্য জারি করা হল নয়া পোশাকবিধি। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জিনস, টি-শার্ট কিংবা লেগিংস পরে অফিসে আসা চলবে না।



এমনকী পায়ে চটি পরেও সচিবালয়ে প্রবেশ করা যাবে না। পরিবর্তে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকের পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে বলে খবর। তবে এই নির্দেশিকা রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীর জন্য নয়। আপাতত শুধুমাত্র জনতা ভবনে কর্মরতদের ক্ষেত্রেই এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য। হঠাৎ কেন পোশাক নিয়ে এমন কড়াকড়ি? সরকারি নির্দেশিকায় তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে অসমের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ। দপ্তরের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সরকারি কর্মী এমন পোশাক পরে অফিসে আসছিলেন, যা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁদের পোশাক সরকারি কর্মচারীদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করছে। এমনকী এর ফলে সরকারের পক্ষেও বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই সচিবালয়ের কর্মীদের পোশাকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি কর্মীদের এমন পোশাক পরতে হবে, যা শালীনতা', পেশাদারিত্ব' এবং ভদ্রোচিত আচরণের' প্রতিফলন ঘটায়। অর্থা, অফিসের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পোশাক পরেই কাজে যোগ দিতে হবে কর্মীদের। ব্যক্তিগত পছঃদের পোশাকের ক্ষেত্রে থাকছে একাধিক বিধিনিষেধ। উপ-সচিব মানস জ্যোতি বরুয়ার স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় পুরুষ কর্মীদের পোশাক সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। তাঁদের ফরমাল ট্রাউজার ও শার্ট পরে অফিসে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ক্ষেত্রেও রয়েছে ছাড়। পুরুষ কর্মীরা চাইলে কুর্তা, ধুতি কিংবা পাজামা পরতে পারবেন। অর্থা, পাশ্চাত্য ফরমাল পোশাকের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোশাকও গ্রহণযোগ্য বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, মহিলা কর্মীদের জন্য শাড়ি, সালোয়ার কিংবা অসমের ঐতিহ্যবাহী মেখেলা পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে লেগিংস, জিনস ও টি-শার্টের মতো পোশাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এতদিন যাঁরা এই ধরনের পোশাক পরে সচিবালয়ে আসতেন, তাঁদের এবার থেকে পোশাকের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

শুধু জামাকাপড় নয়, কর্মীদের জুতো পরার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে অসম সরকার। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অফিসের পরিবেশের সঙ্গে স

নবদ্বীপে রাসের বিসর্জন শোভাযাত্রায় ডিজে-র দাপট, প্রতিবাদ করায় রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে হেনস্থার অভিযোগ! উত্তরীয় ধরে টানাটানি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ নভেম্বর ঃ ঃ রাস উৎসবের ঐতিহ্যবাহী শহর নবদ্বীপে বিসর্জন শোভাযাত্রায় ডিজে-র তীব্র শব্দকে কেন্দ্র করে এবার বিতর্কের ঝড়। সন্ধ্যারতি চলাকালীন মিশনের সামনে তারস্বরে ডিজে বাজানোর প্রতিবাদ করায় নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজকে গালিগালাজ, অপমান ও শারীরিকভাবে হেনস্থার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, এক যুবক মহারাজের গেরুয়া উত্তরীয় ধরে টানাটানি করার পাশাপাশি গেরুয়া পোশাক নিয়েও কটূক্তি করেন। শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ছ'টা নাগাদ প্রাচীন মায়াপুরে মিশন প্রাঙ্গণের সামনে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জরুরি ইমেল পাঠিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন মহারাজ। রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বরাষ্ট্র সচিব, নদীয়ার জেলাশাসক, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, নবদ্বীপের বিধায়ক ও নবদ্বীপ থানার আইসি-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। মিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রানিরচড়া বটতলার শ্রী শ্রী সতীর



দেহত্যাগ বারোয়ারি কমিটির (লাইসেন্স নম্বর ৬১) প্রতিমা পীরতলা খালে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকা সাউন্ড সিস্টেম মিশনের মূল ফটকের সামনে রাখা হয়। ঠিক সেই সময় মিশনের সার্বজনীন প্রার্থনাগৃহে চলছিল সন্ধ্যারতি। অভিযোগ, ডিজে-র তীব্র শব্দে প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটছিল। প্রথমে মিশন থেকে বেরিয়ে সাউন্ড বক্সের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজ। কিন্তু তাতেও শব্দের তীব্রতা না কমায় ফের বাইরে এসে বাজনা কমানোর অনুরোধ জানান তিনি। মিশনের অভিযোগ, এরপরই কয়েকজন যুবক তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এমনকি তাঁর গেরুয়া উত্তরীয় ধরে টানাটানি করে গেরুয়া পোশাক নিয়েও কটাক্ষ করা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মহারাজ নবদ্বীপ থানার আইসিকে ফোন করেন। খবর পাওয়ার প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শোভাযাত্রাটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তবে ঘটনার দায় নিয়ে উত্তম সরকারের বক্তব্যে উঠে এসেছে অন্য একটি দাবি। তাঁর কথায়, যাঁর বিরুদ্ধে মহারাজের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, তিনি বারোয়ারি কমিটির সদস্য নন। বিসর্জন দিয়ে ফেরার পথে ওই ব্যক্তি সাউন্ড বক্সের আওয়াজে নাচছিলেন। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলেও দাবি করেন উত্তম সরকার। সেই সময়ই মহারাজের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয় এবং তিনি উত্তরীয় ধরে টানাটানি ও গেরুয়া নিয়ে কটূক্তি করেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। উত্তমবাবুর দাবি, ওই যুবকের সঙ্গে বারোয়ারি কমিটির কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত রাজীব মণ্ডলও একটি ভিডিও বার্তায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এক বন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট বারোয়ারি কমিটির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর জন্য কমিটির সদস্যদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেই আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মহারাজের কাছে এবং নবদ্বীপবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে রাজীব বলেন, একজন মহারাজকে ছোট করা মানে নবদ্বীপবাসীকেও ছোট করা। যদিও ঘটনার সময় ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্যের পাশাপাশি পুলিশের তদন্তও গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি সব্যসাচী মণ্ডল এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের সময় একজন সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে এমন অশালীন আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, তিনি কারও ব্যক্তিগত ক্ষতি চান না। বিষয়টি ইতিমধ্যেই বেলুড় মঠ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহলে পৌঁছে গিয়েছে। তবে ভবিষ্যতে ডিজে-র দাপটে সাধারণ মানুষ কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাতে সমস্যায় না পড়ে, সেই বিষয়ে প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। গত ২২ নভেম্বর রাস উৎসবে যোগ দিতে নবদ্বীপে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় রাস্তায় কনভয় থামিয়ে স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় একই মহারাজের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে শহরের বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, অন্যদিকে কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সন্ন্যাসীর হেনস্থার অভিযোগ- এই বৈপরীত্যও নজর কাড়ছে। নবদ্বীপের রাস উৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, শহরের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয়। সেই উৎসবের বিসর্জন শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে শব্দদূষণ এবং একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে উসব পরিচালনা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে। বারোয়ারি কমিটির তরফে ক্ষমা প্রার্থনা এবং অভিযুক্তের ক্ষমা চাওয়ার পরেও ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন জরুরি। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং আগামী দিনে রাসের শোভাযাত্রায় শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে নবদ্বীপবাসী।

চন্দননগরে ভোটার তালিকা বিতর্কঃ বাদ পড়া নাম নিয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীদের বাড়িতে পুলিশি যাচাই

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ২৮ নভেম্বর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর -এর পর চন্দননগর বিধানসভা এলাকায় বাদ পড়া ভোটারদের নথিপত্র যাচাই করতে এবার সরাসরি ময়দানে নামল পুলিশ। ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী বাসিন্দাদের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ কাগজপত্র ও শংসাপত্র খতিয়ে দেখায় এলাকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার, যখন চন্দননগর বিধানসভার ১২ নম্বর বুথে আচমকাই পুলিশ উপস্থিত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বুথে সার-এ মোট ৮৯ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৬৪ জন ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানান। একইভাবে, পাশের ১৩ নম্বর বুথে বাদ পড়া ৬৮ জন ভোটারের মধ্যে ৪৮ জন ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মূলতঃ এই আবেদনকারীদের বাড়িতে গিয়েই পুলিশ তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা করছে। এদিকে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, শুনানির জন্য ডাকা হলেও কোনো নথিপত্রই ঠিকমতো দেখা হয়নি এবং বৈধ জন্মের শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। কলুপুকুর এলাকার বাসিন্দা এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, এখানেই আমার জন্ম, আমি এমএ পাশ করেছি। তালিকায় বাবার নাম থাকায় তিনি ভোটও দিয়েছেন, অথচ আমাদের দুই ভাইয়ের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটার সংক্রান্ত বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিএলও বা ইআরও-রা নীরব, আর এখন পুলিশ বাড়িতে এসে জন্মের শংসাপত্র দেখতে চাইছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নাম বাদ পড়ার পর জোকায় অবস্থিত ট্রাইব্যুনালে গেলেও তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, কলুপুকুর এলাকার আরেক বাসিন্দা নিজের পরিবারের অসহায়তার কথা তুলে ধরে জানান, প্রতিবার ভোট দিলেও এবার তাঁর স্ত্রী ভোট দিতে পেরেছেন, কিন্তু তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় তিনি এবং তাঁর পরিবারের আরও চারজন- মোট পাঁচজন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। পুলিশের এই নথি যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শর্মিষ্ঠা হাতি, স্বামী- হারাধন হাতি, ২) রাজীব হাতি ও রিন্টু হাতি পিতা- রঞ্জিত হাতি, সর্ব্ব সাং- ধারসা, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, নিমাই প্রামানিক, বাসুদেব, শুকদেব, মাধবীলতা, শ্রীকান্ত, আল্পনা প্রামানিক সকলের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হারাধন হাতি এবং বনশ্রী হাতি ইহাদের নিকট হইতে ADSR-ডোমজুড় অফিসের রেজিস্টিকৃত 40-0239/2015 নম্বর আমমোক্তার দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা-পায়রাটুঙ্গি , জেএল নং- ৩৭, হাল-৩৬৪, ৪৭৭, ৬৭৭, ৮০৯ নং খতিয়ানে, হাল ৩৬ ও ১৭৮ নং দাগে ৩৯ শতক সম্পত্তি 10-0429/2026 এবং 10-0430/2026 দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয় দাতা দাত্রী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites notice Quotation for the Addendum work of "1. Urgent hiring of diesel generating set and computer power board for Agniveer recruitment rally in Hooghly district "
NEW NIQ No.- WBPWD/EE/HED/NIQ-97 of 2026-27
Extension of Date & time- 01.12.2026 upto 11.00 A.M
Bid submission closing date: 01/12/2026 upto 11.00 A.M.
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

Nabastha-II Gram Panchayat
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S :PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No. –(i) 03/2026-27, (ii) 04/2026-27, (iii) 05/2026-27

Notice Inviting Electronic Tender are invited by the Executive Assistant, Nabastha-II Gram Panchayat, for total 9(Nine)Nos. different schemes. Bid Submission closing (On line): **04/12/2026 upto 2:00 PM**. Last Date of submission of the cost of earnest money and tender processing fee's: **04.12.2026 (Up to 2.00 PM)**. Bid opening date for Technical Proposals (Online): **07.12.2026 (2.00 Pm).** For details, visit the website **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

ছাত্রীদের বিজ্ঞানের প্রতি ভীতি দূর করতে বিশেষ উদ্যোগ, চাপাহাটি কেপিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৮ নভেম্বর ঃ ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ বাড়ানো, বিজ্ঞানের প্রতি ভীতি ও জড়তা দূর করা এবং



বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল সর্বশিক্ষা মিশন, পূর্ব বর্ধমান ও বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার। দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাপাহাটি কেপিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষ শিক্ষামূলক সেমিনার। এই সেমিনারে বিদ্যালয়ের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা এবং জটিল বিষয়গুলিকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা বিশ্বাস-সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সেমিনারে ছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির বাইরে গিয়ে বিজ্ঞানকে কীভাবে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সহজভাবে বোঝা যায়, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজ্ঞান যে শুধুমাত্র কঠিন কিছু সূত্র বা তত্ত্বের বিষয় নয়, বরং আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই ধারণা ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা বিশ্বাস জানান, অনেক ছাত্রীর মধ্যেই বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে এক ধরনের ভয় বা জড়তা কাজ করে। সেই ভীতি কাটিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতেই এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সহজভাবে বুঝতে শেখানো এবং ছাত্রীদের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা মহলের মতে, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আরও উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাতে এই ধরনের উদ্যোগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, সর্বশিক্ষা মিশন ও বর্ধমান সায়েন্স সেন্টারের এই যৌথ উদ্যোগ আগামী দিনে ছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আরও উৎসাহী করে তুলবে। পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রতি ভীতি কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন কিছু শেখার আগ্রহও তৈরি হবে তাদের মধ্যে।

দু'বার নোটিসেও কাজ হয়নি, জেসিবি দিয়ে ভাঙা হল বনদফতরের জমিতে থাকা দোকান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৮ নভেম্বর ঃ বনদফতরের জমিতে থাকা দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য দু'বার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিসকে কার্যত উপেক্ষা করেই দোকান খোলার প্রস্তুতি চলছিল বলে



অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বন্ধ থাকা দোকান দু'টি নতুন করে চালু করার জন্য শুরু হয়েছিল সংস্কারের কাজও। শেষ পর্যন্ত শনিবার জেসিবি নামিয়ে দুটি দোকান ভেঙে দিল বনদফতর। ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের পিন্ডারা এলাকার এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, পিন্ডারা এলাকায় বনদফতরের জমির উপরে টিনের ছাউনি দেওয়া ইটের গাঁথনির দুটি দোকান ছিল। তার মধ্যে একটি মুদি দোকান এবং অন্যটি স্টেশনারির দোকান। স্থানীয় সূত্রে খবর, দোকান দুটি বেশ কয়েক মাস ধরেই বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে সম্প্রতি সেগুলি ফের খোলার উদ্যোগ শুরু হয়। সেই মতো দোকান দুটির সংস্কারের কাজও চলছিল। দোকান খোলার প্রস্তুতি চলছে বলে খবর পৌঁছায় বনদফতরের কাছে। বনদফতরের অভিযোগ, ওই জমি থেকে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের দু'বার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নোটিসের কোনও তোয়াক্কা না করেই দোকান খোলার তোড়জোড় চলছিল। বনদফতরের জমির উপরে থাকা নির্মাণ নিয়ে আগেই সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন সংস্কারের কাজ চালানো হচ্ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপরেই শনিবার জেসিবি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। তাঁদের উপস্থিতিতে দোকান দুটি ভেঙে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই বেলপাহাড়ি এলাকায় বনদফতরের জমির উপরে নির্মাণের অভিযোগে একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়েছিল বনদফতর। এবার পিন্ডারায় দুটি দোকান ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় বনদফতরের জমিতে থাকা নির্মাণ নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। বনদফতরের জমিতে অনুমতি ছাড়া নির্মাণ বা দখলদারির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দেড় কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি এসওজি এবং এনজেপি জিআরপি-র যৌথ বাহিনী শনিবার বড়সড় অভিযান চালিয়ে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস থেকে প্রায় দেড় কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় অসমের বাসিন্দা চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম জনত বারিক, তাপস দাস , অমন দে এবং সন্দীপ সরকার। ধৃত চারজনই অসমের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের ১৩টি ব্যাগ থেকে গাঁজার ১১৬টি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গাঁজাগুলি ডিব্রুগড় থেকে ছাপরায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। জিআরপি-র আধিকারিক ইন্দ্রবদন ঝা জানান, ধৃত চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের পাচারকারী দলের ক্যুরিয়ার হিসেবে কাজ করার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। আধিকারিকদের মতে, গত ছয় মাসে জিআরপি মাদক পাচার সংক্রান্ত ৮০টি মামলা দায়ের করেছে।

রাজনৈতিক অশান্তিতে কর্মহীন বহু, বাংলাদেশ থেকে ভারতে কাজ করতে এসে লালগোলা থেকে ধৃত ৮ বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ গত প্রায় দু'বছর ধরে বাংলাদেশে চলা রাজনৈতিক অশান্তির কারণে বহু মানুষ সেখানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছেন বহু মানুষ। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে কাজের সন্ধানে এসে শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন ৮ বাংলাদেশি নাগরিক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে লালগোলা থানার পুলিশ পাহাড়পুর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হন আট বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নাম পিয়ারুল ইসলাম, আতিক হাসান, মহম্মদ আল মামুন আলী, এনামুল হক, মহম্মদ আতিক হাসান, মমিনুল ইসলাম, আব্দুল হাই এবং মহম্মাদ জসিম। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে ৭ জনের বাড়ি রাজশাহী জেলায় একজনের বাড়ি ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা লালগোলা থানার পাহাড়পুর এলাকা দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। ধৃত ৮ বাংলাদেশি নাগরিকরা আরও কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কয়েক বছর আগে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর তারা বার কয়েক ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বেআইনিভাবে যাতায়াত করেছে পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের আগে থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক অশান্তির কারণে এখন সে দেশে কর্মসংস্থান প্রায় শূন্য এসে ঠেকেছে। সেই কারণে সে দেশে বহু মানুষ পরিবার নিয়ে খেতে না পেয়ে বেআইনিভাবে ভারতে চলে আসছেন বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করবার জন্য। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা তামিলনাড়ুর কয়েকটি এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ রোখার জন্য রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিমধ্যে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রায় ১১০০ একরের বেশি জমি হস্তান্তরের কাজ শেষ হয়েছে। বিএসএফের তরফে দুই দেশের সীমান্ত বরাবর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কাঁটাতারের স্থায়ী বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে। তবে জল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় এখনো মাঝে মধ্যে সেখান দিয়ে বেআইনি অনুপ্রবেশ হচ্ছে। পুলিশ আরো জানতে পেরেছে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক অশান্তির জন্য সেই দেশের বস্ত্রশিল্পে প্রচুর মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এর পাশাপাশি সে দেশের অসংগঠিত শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রচুর মানুষ এখন কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন। সেই কারণে ভারতে বেআইনিভাবে চলে এসে কোনোরকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন প্রচুর বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশ সূত্রের খবর, পাহাড়পুর এলাকা থেকে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা দুই দেশের কয়েকজন দালালের সাহায্য নিয়ে কাঁটাতারহীন সীমান্ত পার হয়ে এদেশে এসেছিল। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে পুলিশের তরফে লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে থেকে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষে দ্রুত তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, বর্ধমান মেডিক্যালে উন্নয়নে সন্তুষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ নভেম্বর ঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ



দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটি। অন্যদিকে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কিছুটা সন্তোষ প্রকাশ করলেন কমিটির সদস্যরা। শনিবার কমিটির চেয়ারম্যান তথা ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, আউটডোর পরিষেবা, চিকিৎসকদের উপস্থিতি এবং শয্যা সমস্যার বিষয়ে খোঁজখবর নেন তারা। পরিদর্শন শেষে সিঙ্গুরের বিধায়ক চিকিৎসক অরূপ কুমার দাস বলেন, আগের তুলনায় হাসপাতালের পরিকাঠামো ও চিকিৎসকদের উপস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। রোগীদের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে হাসপাতালের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে। আউটডোরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক, ওষুধ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দুর্গা মুর্মু। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বরাদ্দে কেনা শয্যা ও আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি বহু জায়গায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও নতুন ভবন তৈরি হলেও পরিষেবা চালু হয়নি। রায়না ও মঙ্গলকোট- সহ জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে এই সমস্যাগুলি সামনে এসেছে। দুর্গা মুর্মু জানান, পরিদর্শনে পাওয়া সমস্ত তথ্য ও সমস্যার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে কার্যকর করে জেলা হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ কমানোই তাদের লক্ষ্য।

জাঁকিয়ে শীত না পড়ায় কমছে খেজুর রস, জ্বালানি সংকটে ধাক্কা গুড় ও মোয়া তৈরিতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৮ নভেম্বর ঃ এবছর শীত আসেনি সেভাবে, ফলে রস সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে শিউলিদের। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হলেও, শীতের অভাবে গাছ থেকে সেভাবে রস আসছে না। ফলে অনেক গাছ ফেলে রেখেছেন শিউলিরা। গাছ থেকে যেমন রস কম আসছে, তেমন পর্যাপ্ত শিউলির অভাব হচ্ছে। ফলে প্রভাব পড়ছে গুড় তৈরির ক্ষেত্রেও, এই সংকটে সমস্যা হচ্ছে খেজুর রস থেকে গুড় তৈরিতে। খেজুর গাছ কাটার পর সেই পাতা দিয়ে রস জ্বাল দিলে সুস্বাদু গুড় পাওয়া যায়। কিন্তু খেঁজুর গাছের সংখ্যা আগের থেকে কমায় পাতাও মিলছেনা। জ্বালানির এমন অবস্থা খড় দিয়েও জ্বাল দিতে হচ্ছে এখন। ফলে গুড়ে ধোঁয়া ভাব থেকেই যাচ্ছে। অপরদিকে পর্যাপ্ত কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই গুড় তৈরি না হলে মোয়া তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে। এদি

রোহিতকে অধিনায়ক ঘোষণা মুম্বইয়ের! জার্সি নম্বর ৪৫ ও পাঁচ ট্রফির যোগসূত্র

মুম্বই ঃ হার্দিক পাণ্ডিয়ার অধ্যায় কি শেষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে? আগামী আইপিএল মরশুমে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব আবারও ফিরছে রোহিত শর্মার হাতে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার বিকেল ৫টা



৪৫ মিনিটে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচবারের আইপিএলজয়ী অধিনায়কের হাতেই ফের নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিল ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে শুধু রোহিতকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তই নয়, তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার সময় নিয়েও তৈরি হয়েছে বিশেষ চর্চা। কেন বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটকেই বেছে নিল মুম্বই? এর পিছনে রয়েছে রোহিতের জার্সি নম্বর এবং তাঁর অধিনায়কত্বে দলের পাঁচটি আইপিএল ট্রফি জয়ের বিশেষ যোগসূত্র। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে পাঁচবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটে রোহিতের পরিচিত জার্সি নম্বর ৪৫। এই দুই সংখ্যাকে একসূত্রে বেঁধেই অধিনায়কের নাম ঘোষণার জন্য বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটকে বেছে নিয়েছে মুম্বই। অর্থা, পাঁচটি আইপিএল ট্রফি এবং ৪৫ নম্বর জার্সি-দুইয়ের প্রতীকী মেলবন্ধনেই বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। আসলে এই ঘোষণার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এক দিন আগেই। বৃহস্পতিবার ঠিক বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে একটি বিশেষ ভিডিও প্রকাশ করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সেখানে জানানো হয়েছিল, পরের দিন ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হবে। ভিডিওর সঙ্গে লেখা ছিল, আর ঠিক ২৪ ঘণ্টা বাকি।' এর আগে প্রকাশিত একটি ছবিতেও রোহিতকে অধিনায়ক করার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সমর্থকদের একাংশ। শেষ পর্যন্ত তাঁদের অনুমানই সত্যি হল। শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই রোহিতের নাম ঘোষণা করল পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইতিহাসে অন্যতম সফল অধিনায়ক রোহিত। ২০১৩ সালের আইপিএল মরশুমের মাঝপথে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পঃ টংয়ের কাছ থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। আর দায়িত্ব পাওয়ার পরই বদলে যায় দলের ভাগ্য। সেই মরশুমেই ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালে জিতে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বই। শুধু আইপিএল নয়, ২০১৩ সালেই রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েঃটিও জেতে মুম্বই। এরপর ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে আরও চারবার আইপিএল ট্রফি ঘরে তোলে দল। সব মিলিয়ে তাঁর অধিনায়কত্বে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মহেঃ দ্র সিং ধোনির সঙ্গে যুগ্মভাবে পাঁচবার আইপিএল জেতা অধিনায়কদের তালিকায় রয়েছেন রোহিত। ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর মুম্বইয়ের নেতৃত্ব সামলেছেন তিনি। এই দীর্ঘ সময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচিতি এবং সাফল্যের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। কিন্তু ২০২৪ সালের আইপিএল মরশুমের আগে আচমকাই নেতৃত্বে পরিবর্তন আনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। গুজরাট টাইটান্স থেকে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দলে ফিরিয়ে এনে রোহিতের পরিবর্তে তাঁকেই অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজির এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মুম্বই সমর্থকদের একটা বড় অংশ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। দলের হয়ে মাঠে নামলেই গ্যালারি থেকে বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয়েছিল হার্দিককে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, কয়েকবার দর্শকদের আচরণ নিয়ে সতর্ক করতে হয়েছিল মাঠের সঞ্চালকদেরও। অধিনায়কত্বের পাশাপাশি দলের পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। হার্দিকের নেতৃত্বে মুম্বইয়ের ফলাফলও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তিন মরশুমের মধ্যে দু'বার প্লে-অফে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় দল। গত মরশুমে লিগ তালিকার একেবারে শেষে শেষ করতে হয়েছিল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। ফলে নেতৃত্ব বদলের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে আবারও রোহিতের উপরেই ভরসা রাখল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা এবং দলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক-সব দিক বিবেচনা করেই তাঁকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও নেতৃত্ব বদলের ফলে দলের পারফরম্যান্সে কতটা পরিবর্তন আসে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, মুম্বইয়ের সমর্থকদের কাছে রোহিতের প্রত্যাবর্তন নিঃসঃন্দেহে বড় খবর। যে অধিনায়কের হাত ধরে পাঁচবার আইপিএল ট্রফি জিতেছে দল, তাঁর কাছেই আবার সাফল্যের চাবিকাঠি তুলে দেওয়া হল। এখন দেখার, রোহিতের দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কি আবারও পুরনো দাপট ফিরে পায়? আর হার্দিক পাণ্ডিয়ার ভবিষ্যই বা কোন দিকে এগোয়? নজর থাকবে আগামী আইপিএল মরশুমের দিকে।

বড় ধাক্কা মোহনবাগান শিবিরে

ডার্বির আগেই ব্রাজিলে উড়ে গেলেন মিগুয়েল!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ ডার্বির ঠিক আগে বড় ধাক্কা মোহনবাগান শিবিরে। চোট সারিয়ে অনুশীলনে ফিরেছিলেন। এমনকী, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে বড় ম্যাচে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সমস্ত হিসাব ওলটপালট। পারিবারিক কারণে আচমকাই ব্রাজিলে ফিরে গেলেন মোহনবাগানের ব্রাজিলিয়ান অ্যাটাকিং মিডিও মিগুয়েল ফিগুয়েরা। ফলে আসন্ন ডার্বিতে তাঁকে পাচ্ছেন না সবুজ-মেরুন কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলের অন্যতম বিদেশি ফুটবলারের অনুপস্থিতি নিঃসঃন্দেহে কিছুটা হলেও চিন্তা বাড়াল মোহনবাগান শিবিরের। ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর মিগুয়েলকে নিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। অতীতে দুই প্রধানের জার্সি বদল করে একাধিক বিদেশি ফুটবলার নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টোলগে ওজবে। এবার সেই তালিকায় মিগুয়েলের নাম যুক্ত হয় কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, সবুজ-মেরুন জার্সিতে এখনও নিজের পরিচিত ছ ঃদ খুঁজে পাননি এই ব্রাজিলিয়ান। ফর্মের পাশাপাশি বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ফিটনেসও। এখনও পর্যন্ত মোহনবাগানের হয়ে টানা ৯০ মিনিট



মাঠে থাকার নজির গড়তে পারেননি তিনি। কয়েকটি ম্যাচে মাঠে নেমে গোল পেলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রভাব ফেলতে পারেননি। বস্তুত, মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই চোটের সমস্যায় ভুগছেন মিগুয়েল। সেই কারণে শেষ চারটি ম্যাচে তাঁকে মাঠে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি চোট কাটিয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফেরেন তিনি। শুধু তাই নয়, টানা দু'দিন পুরোদমে অনুশীলনও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তাতে ডার্বির আগেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছিল। কোচও তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিলেন বলে খবর। কিন্তু আচমকাই পারিবারিক কারণে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন মিগুয়েল। শনিবারই ব্রাজিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। ফলে ডার্বিতে তাঁর খেলার আর কোনও সম্ভাবনা থাকছে না। মিগুয়েলের অনুপস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খুলেছেন কোচ দিলেমপেরিসও। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের পারিবারিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মোহনবাগান কোচ। মিগুয়েলের পরিবারের সবকিছু ঠিকঠাক থাকুক, সেই প্রার্থনাই করেছেন তিনি। তবে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলের পরিকল্পনায় যে পরিবর্তন আনতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। যদিও মিগুয়েল না থাকায় মোহনবাগানের আক্রমণভাগ একেবারে ভেঙে পড়বে, এমনটা মনে করছেন না অনেকে। কারণ, তাঁকে ছাড়াই সাম্প্রতিক ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেয়েছে সবুজ-মেরুন। তার উপর গত ম্যাচে চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন অস্ট্রেলীয় তারকা জেমি ম্যাকলারেন। পুরো ম্যাচ না খেললেও মাঠে থাকাকালীন দলের আক্রমণে যথেষ্ট নির্ভরতা জুগিয়েছেন তিনি। চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের দুটি গোলের পিছনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ম্যাকলারেনের। বরং তিনি মাঠ ছাড়ার পরই কিছুটা চাপে পড়তে দেখা যায় দলকে। সেই কারণে ডার্বিতে প্রথম একাদশ নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে নাও পারেন দিলেমপেরিস। দ্রাজিচ, জেলকোভিচ, ম্যাকলারেন এবং আলবার্তোকে সামনে রেখেই আক্রমণ সাজানোর সম্ভাবনা বেশি। তবে মিগুয়েলের মতো একজন ফুটবলারের অনুপস্থিতি বড় ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার। ডার্বির আগে ব্রাজিলিয়ান তারকার আচমকা দেশে ফিরে যাওয়া নিঃসন্দেহে মোহনবাগানের প্রস্তুতিতে নতুন অস্বস্তি তৈরি করল।

যুবরাজের স্মৃতি ফিরিয়ে কলকাতার ময়দানে বঙ্গতনয়ের তাণ্ডব! এক ওভারে ৬ ছক্কা, ডবল সেঞ্চুরিতে ৪৭৪ রান মোহনলালের

২৮ নভেম্বর ঃ এক ওভারে ছ'বলে ছ'টি ছক্কা! ব্যাট হাতে এমন বিধ্বংসী মেজাজে দেখা গেল বঙ্গতনয় অঙ্কন আইচকে, যা মনে করিয়ে দিল ২০০৭ সালের টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপে যুবরাজ সিংয়ের সেই ঐতিহাসিক কীর্তি। সিএবি-র দ্বিতীয় ডিভিশন ওয়ানডে লিগে কার্যত ঝড় তুললেন মোহনলাল ক্লাবের এই ব্যাটার। সাউথ সাবার্বান ক্লাবের সমুজি সেনের এক ওভারেই ছ'বার বলকে সীমানার বাইরে পাঠালেন তিনি। অঙ্কনের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ওপেনার আয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকের ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে মাত্র দু'উইকেট হারিয়ে ৪৭৪ রানের বিশাল পাহাড় গড়ল মোহনলাল ক্লাব। শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সের উলটো দিকে কাস্টমস মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনলাল ক্লাব ও সাউথ সাবার্বান ক্লাব। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন মোহনলালের দুই ওপেনার অঙ্কন আইচ এবং আয়াজ উদ্দিন সিদ্দিক। তাঁদের ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে সাউথ সাবার্বানের বোলিং বিভাগ। প্রথম উইকেটের জুটিতেই ৩২৮ রান তুলে নেন দুই ওপেনার। শুরু থেকেই বড় শট খেলতে দ্বিধা করেননি তাঁরা। একের পর এক বাউন্ডারি ও ছক্কায় রানের গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রথমে সাজঘরে ফেরেন আয়াজ। ১২৯ বলে ২০৪ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৩১টি চার এবং আটটি ছক্কা। অঙ্কিত বৈরাগীর বলে শুভম ঠাকুরের হাতে ক্যাচ দিয়ে শেষ হয় তাঁর ইনিংস। তবে আয়াজ আউট হলেও মোহনলালের রানের গতি একটুও কমেনি। বরং অন্য প্রান্তে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন অঙ্কন। ১৩২ বলের ইনিংসে ২৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল ১৩টি চার এবং ২৫টি ছক্কায়। প্রায় তিন ঘণ্টার এই ইনিংসে অঙ্কনের স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৮.৭৯। বিশেষ করে ইনিংসের শেষ ওভারে তাঁর ব্যাটিং দেখে কার্যত হতবাক হয়ে যান মাঠে উপস্থিত দর্শকরা। ম্যাচের ৪৫তম ওভারে বল করতে আসেন সাউথ সাবার্বানের সমুজি সেন। সেই ওভারেই কার্যত তাণ্ডব চালান অঙ্কন। প্রথম বলটি কাউ কর্নার দিয়ে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে ছক্কা হাঁকান তিনি। পরের বলটি উড়ে যায় লং অফের উপর দিয়ে গ্যালারিতে।



তৃতীয় বলে স্লগ সুইপ করে ডিপ মিড উইকেট দিয়ে আরও একটি ছক্কা মারেন অঙ্কন। চতুর্থ বলটিও একই অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন তিনি। এর পর পঞ্চম ডেলিভারিতেও বড় শট খেলেন অঙ্কন। বলটি মাঠের বাইরে গেলেও সেটি নো-বল হওয়ায় অতিরিক্ত একটি ফ্রি হিট পান তিনি। সেই সুযোগও কাজে লাগাতে ভুল করেননি বঙ্গতনয়। ফ্রি হিটের বলে ডিপ পয়েঃন্ট দিয়ে আরও একটি ছক্কা হাঁকান। অর্থা, পরপর ছয়টি বৈধ ডেলিভারিতে ছক্কা মারার পাশাপাশি নো-বল ও ফ্রি হিটের ঘটনাও ঘটে ওই ওভারে। সপ্তম বৈধ ডেলিভারিতেও কাট শটে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বলকে সীমানার বাইরে পাঠান অঙ্কন। সব মিলিয়ে ওই ওভারে ছ'টি ছক্কা হাঁকান তিনি। শেষ বলে অবশ্য কোনও রান হয়নি। অঙ্কনের এই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে শেষ দিকে আরও দ্রুত রান তুলতে শুরু করে মোহনলাল। ৪৫ ওভার শেষে তাদের স্কোর দাঁড়ায় ৪৭৪২। রান রেট ১০.৫৩। দুই ওপেনারের এমন দাপুটে ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি সাউথ সাবার্বান।

বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার খান সমুজি। আট ওভার বল করে ৯৩ রান দেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি। সাউথ সাবার্বানের হয়ে একটি উইকেট নেন অঙ্কিত বাগচি। যদিও চার ওভারে ৭২ রান খরচ করতে হয় তাঁকে। মোহনলালের অপর উইকেটটি আসে রানআউটের সৌজন্যে। অঙ্কনের এক ওভারে ছ'টি ছক্কার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ফিরিয়ে এনেছে যুবরাজ সিংয়ের স্মৃতি। ২০০৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, প্রথম টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক ওভারে ছ'টি ছক্কা হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন যুবি। ইংল্যান্ডের পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে পরপর ছ'টি বলই সীমানার বাইরে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েঃটি ক্রিকেটে এক ওভারে ছ'টি ছক্কা হাঁকানো প্রথম ব্যাটার ছিলেন যুবরাজ। এ বার কলকাতার ময়দানে ক্লাব ক্রিকেটের মঞ্চে সেই একই রকম বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সাক্ষী থাকল ক্রিকেটপ্রেমীরা। একদিকে আয়াজের দ্বিশতরান, অন্যদিকে অঙ্কনের অপরাজিত ২৩৬ রান এবং এক ওভারে ছ'টি ছক্কা-সব মিলিয়ে মোহনলাল ক্লাবের এই ইনিংস দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো হয়ে থাকল।

স্যান্ডপেপারগেট' নিয়ে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে গৃহযুদ্ধ! ৮ বছর পর মুখ খুলতে পারবেন ক্রিকেটাররা

২৮ নভেম্বর ঃ আট বছর আগের সেই কুখ্যাত স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্ক যেন নতুন করে আগুন জ্বালিয়েছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে। উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী সবর' প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে তোলপাড়। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপ টাউন টেস্টে বল বিকৃতির ঘটনায় কারা জড়িত ছিলেন, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খোয়াজার দাবি, ওই ঘটনায় শুধু তিন ক্রিকেটারকে দায়ী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গোটা দলই এই ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিল। তাঁর এই মন্তব্যের পর অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কার্যত দুই শিবির তৈরি হয়েছে। কেউ খোয়াজার বক্তব্যকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ সরাসরি তাঁর অভিযোগ খারিজ করছেন। এই পরিস্থিতিতে বিতর্কের অবসান ঘটাতে বড় পদক্ষেপ করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। আগামী ছয় সপ্তাহ ধরে ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ এবং বোর্ডের কর্মকর্তাদের ২০১৭-১৮ মরশুমের ঘটনাবলি নিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৭-১৮ মরশুমের ঘটনাবলি, বিশেষ করে অ্যাশেজ সিরিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে যাঁদের কাছে কোনও তথ্য বা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন। আগামী ছয় সপ্তাহ ধরে এই প্রক্রিয়া চলবে। তবে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। অর্থা, কোনও ক্রিকেটার বা কর্মকর্তা চাইলে নিজের বক্তব্য জানাতে পারেন, আবার চাইলে এই প্রক্রিয়া থেকে দূরেও থাকতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। অতীতের কোনও ঘটনা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা জানালে তার জন্য কাউকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছে বোর্ড। এমনকী, যাঁরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন, তাঁদের আইনি সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।



অনলাইনে নিজেদের বক্তব্য জানানোর পাশাপাশি লিখিত বিবৃতিও জমা দিতে পারবেন ক্রিকেটার ও কর্মকর্তারা। অর্থা, আট বছর আগের বিতর্কিত ঘটনাগুলি নিয়ে এবার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য জানার চেষ্টা করছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। উল্লেখ্য, স্যান্ডপেপার বিতর্কের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার জন্য সম্প্রতি একটি স্বাধীন ফোরাম গঠন করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেই ফোরামের সামনেই নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ এবং বোর্ডের কর্মকর্তারা। ২০১৭-১৮ মরশুমে দলের অঃ দরমহলে কী ঘটেছিল, বল বিকৃতি নিয়ে কারা কতটা জানতেন এবং সেই সময় দলের পরিবেশ কেমন ছিল, তা বোঝার চেষ্টা করবে এই ফোরাম। খোয়াজার আত্মজীবনী প্রকাশের পর বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ায় এই উদ্যোগকে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এতদিন পর্যন্ত স্যান্ডপেপার বিতর্কের দায় মূলত তিন ক্রিকেটারের উপরেই বর্তেছিল। কিন্তু খোয়াজার দাবি, ঘটনার পর্দার আড়ালে আরও অনেক কিছু ছিল, যা প্রকাশ্যে আসেনি। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৮ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপ টাউন টেস্টে বলের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য স্যান্ডপেপার ব্যবহার করতে গিয়ে ক্যামেরায় ধরা পড়েন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার ক্যামেরন ব্যানক্রফট। বল বিকৃতির সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ব ক্রিকেটে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ভাবমূর্তি কার্যত ধাক্কা খায়। তদন্তের পর তকালীন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ এবং সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। অন্যদিকে, ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে ন'মাসের নির্বাসনের সাজা দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার পর অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে নেতৃত্ব এবং দলের সংস্কৃতি নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এত বছর পর উসমান খোয়াজার আত্মজীবনীতে উঠে আসা দাবি সেই পুরনো বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বল বিকৃতির ঘটনায় তিনজনকে শাস্তি দেওয়া হলেও আসলে গোটা দলই কোনও না কোনওভাবে দায়ী ছিল। অর্থা, দায় শুধু স্মিথ, ওয়ার্নার এবং ব্যানক্রফটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। খোয়াজার এই মন্তব্য ঘিরেই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে শুরু হয়েছে নতুন সংঘাত। একদিকে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফট। অন্যদিকে, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক এবং জশ হ্যাজেলউডের মতো তারকা ক্রিকেটাররা খোয়াজার দাবি নস্যা করেছেন। ফলে পুরনো সতীর্থদের মধ্যেই তৈরি হয়েছে মতবিরোধ। একসময় একই ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে এমন প্রকাশ্য মতপার্থক্য অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। বিতর্কের আঁচ পৌঁছেছে ক্রিকেট প্রশাসনেও। এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নতুন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ছয় সপ্তাহের এই প্রক্রিয়ায় কতজন ক্রিকেটার ও কর্মকর্তা অংশ নেন এবং তাঁদের বক্তব্য থেকে নতুন কী তথ্য সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর ক্রিকেটবিশ্বের। আট বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা স্যান্ডপেপার বিতর্কের অজানা অধ্যায় কি এবার প্রকাশ্যে আসবে? সেই উত্তর দেবে স্বাধীন ফোরামের পর্যালোচনা।

বিতর্কে নাথান লিয়ঁ, কার কাছে পুদিনা টফি আছে?'

২৮ নভেম্বর ঃ আট বছর আগের কুখ্যাত স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের। উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী সবর' প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। এবার সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ অফস্পিনার নাথান লিয়ঁর নাম। অভিযোগ, ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপ টাউন টেস্টে বল বিকৃতি কাণ্ডের কয়েক মাস পরেই বলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য পুদিনা টফি বা ব্রেথ মিঃ ট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। সতীর্থদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন ছিল, কার কাছে মিঃট আছে? আজ বলের কাজটা কে করবে?' অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমে এমনই দাবি প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। প্রশ্ন উঠছে, স্যান্ডপেপার বিতর্কের পরেও কি দলের অন্দরে বলের অবস্থা বদলানোর পুরনো মানসিকতা বজায় ছিল? অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যম ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় কেপ টাউনের বল বিকৃতি কাণ্ডের রেশ তখনও পুরোপুরি কাটেনি। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই দলের এক সিনিয়র ক্রিকেটার সতীর্থদের সামনে পুদিনা টফি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন বলে দাবি। অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক জেরার্ড হোয়াটলির দাবি, দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট চলাকালীন ওই ক্রিকেটার সতীর্থদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছিলেন, কার কাছে মিঃট আছে? আজ বলের কাজটা কে করবে?' অভিযোগ, সেই ক্রিকেটার ছিলেন নাথান লিয়ঁ। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হলেও বিষয়টির সত্যতা নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি।

শ্রেয়সকে খেলানোর ছক তৈরি মুম্বইয়ের! জায়গা ছাড়ছেন কে

মুম্বই ঃ সাত ম্যাচে ছ'টি জয়, বাকি একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে কার্যত অপ্রতিরোধ্য মুম্বই। গ্রুপের শীর্ষে থেকে সুপার লিগে জায়গা পাকা করেছে তারা। তবে পরের পর্বে আরও শক্তিশালী দল নিয়ে নামতে চলেছে মুম্বই। কারণ, সুপার লিগের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন তারকা ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ার। তাঁকে প্রথম একাদশে খেলানোর পরিকল্পনাও নাকি তৈরি করে ফেলেছে মুম্বই টিম ম্যানেজমেঃট। আর সেই কারণেই দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার হার্দিক তামোরেকে বসতে হতে পারে। অন্যদিকে, উইকেটের পিছনে দায়িত্ব সামলাতে শুরু করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরুণ ক্রিকেটার অঙ্কৃষ রঘুবংশী। সুপার লিগের ম্যাচ খেলতে সরাসরি নাগপুরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শ্রেয়স। জাতীয় টি-টোয়েঃট দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি। পাশাপাশি আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কও শ্রেয়স। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ব্যাটিং দক্ষতা যে মুম্বইয়ের শক্তি অনেকটাই বাড়াবে, তা বলাই বাহুল্য। গ্রুপ পর্বে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর এবার শিরোপার লক্ষ্যে আরও শক্তিশালী দল নিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে মুম্বই। শ্রেয়সের জন্য জায়গা ছাড়বেন হার্দিক? মুম্বই ড্রেসিংরুম সূত্রে খবর, শ্রেয়সকে প্রথম একাদশে জায়গা দিতে উইকেটকিপার-ব্যাটার হার্দিক তামোরেকে বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে দলের। গ্রুপ পর্বে কলকাতায় কয়েকটি ভালো ইনিংস খেলেছেন হার্দিক। তবে শ্রেয়সের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলে ফিরলে তাঁকে জায়গা ছাড়তে হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি মুম্বই টিম ম্যানেজমেঃট। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ওই ম্যাচে হার্দিককে উইকেটের পিছনে দেখা যায়নি। বরং কিপিংয়ের দায়িত্ব সামলেছেন অঙ্কৃষ রঘুবংশী। অতীতে এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে আইপিএলে কেকেআরের জার্সিতে উইকেটকিপিং করে